পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

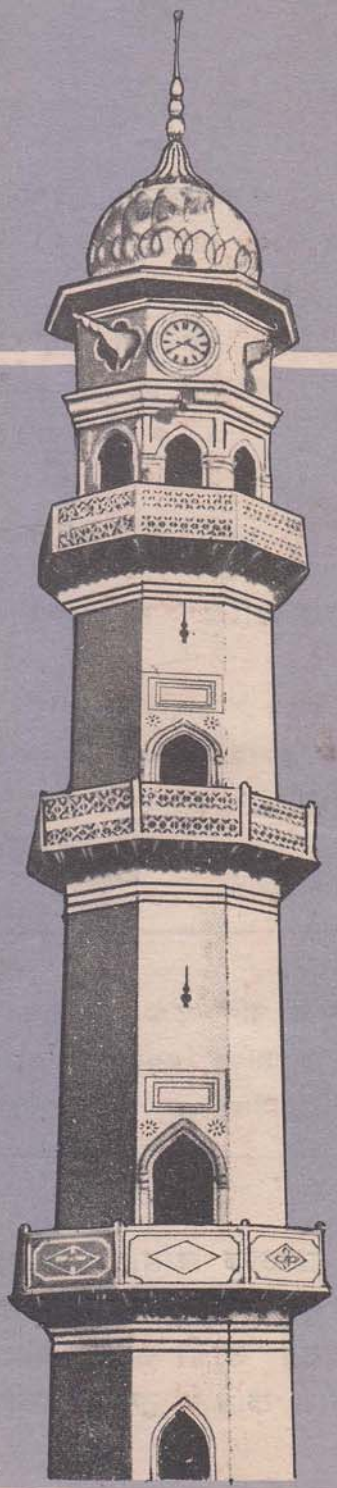

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ের ৩৯শ বর্ষ।। ১৭শ সংখ্যা
৪ঠা জমাদি-উল আউয়াল ১৪০৬ হিঃ।। ১লা মাঘ ১৩৯২ বাংলা।। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'
১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬
৩৯শ বর্ষ:
১৭শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'এত্তায়াত বনাম অহংকার'	অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
নিখিল ভারত খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষে পয়গাম :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২২
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৬
* সংবাদ :		২৯

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

এলান

প্রত্যেক জামাতে আসন্ন ৬৩তম সালানা জলসার চাঁদা চাহিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক নির্ধারিত জলসার চাঁদা পাঠাইয়া অশেষ সওয়াবের ভাগী হউন এবং বেশী সংখ্যক ভাইদেরকে নিয়া জলসায় যোগদান করিয়া রুহানী ফায়দা হাসিল করুন।

এ কে রেজাউল করিম
সেক্রেটারী জলসা কমিটি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

৩০শে পৌষ ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং ১৫ই সুলহা ১৩৬৫ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা হুদ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

৩য় রুকু

১২শ পারা

২৬। এবং আমরা নূহকে তাহার কওমের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৭। (এই পয়গামসহ) যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাব আসার আশঙ্কা করি।

২৮। কিন্তু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা কুফর করিয়াছিল, বলিল, আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে যাহারা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারা ছাড়া আর কেহই তোমার অনুসরণ করিতেছে না ; এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইতেছি না বরং আমরা বিশ্বাস রাখি যে, তোমরা মিথ্যাবাদী।

২৯। সে বলিল, হে আমার কওম ! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি (ইহা প্রমাণিত হয় যে) আমি (আমার দাবীতে) আমার রাব্বের পক্ষ হইতে সমাগত কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়াছেন যাহা তোমাদের উপর অস্পষ্ট রহিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কিরূপ অবস্থা হইবে) ? আমরা কি ইহা (অর্থাৎ এই উজ্জ্বল নিদর্শন) তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিব যদিও, তোমরা ইহা অপসন্দ কর ?

৩০। এবং হে আমার জাতি ! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন মাল চাহিনা ; আমার পুরস্কার আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিব না ; তাহারা

নিশ্চয় তাহাদের রাব্বের (সহিত) মিলন (-এর সৌভাগ্য) লাভ করিবে; কিন্তু (তোমাদের তাহাদিগকে হেয় গণ্য করায়) আমি দেখিতেছি যে তোমরা এক জাহেল কওম।

৩১। এবং হে আমার কওম! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিই তাহা হইলে (আমার এই কাজের জন্য) আল্লাহর (পক্ষ হইতে সমাগত শাস্তির) বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে? তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না?

৩২। এবং আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে আমার নিকট আল্লাহর খাযানা সমূহ আছে এবং ইহাও বলিনা যে আমি গায়েব জানি, এবং আমি ইহাও বলিনা যে আমি ফেরেশতা; এবং আমি ঐসকল লোক সম্বন্ধে; যাহারা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত, ইহা বলি না যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না; যাহা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন; আমি এইরূপ (উক্তি সমূহ উচ্চারণ) করিলে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

৩৩। তাহারা বলিল, হে নূহ! তুমি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে তর্ক করিয়াছ এবং অতি মাত্রায় তর্কবিতর্ক করিয়াছ (এখন এই পথই রহিয়াছে যে) যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে (আযাবের) বিষয় তুমি আমাদিগকে দেখাইতেছ উহা আমাদের উপর লইয়া আস।

৩৪। সে বলিল, যদি আল্লাহ চাহেন, তাহাহইলে নিশ্চয় তিনি উহা তোমাদের উপর লইয়া আসবেন এবং তোমরা কখনও (তাঁহাকে এই কাজ হইতে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

৩৫। এবং আমি নিজ তরফ হইতে তোমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদিগকে যদি উপদেশ দিতেও চাহি তবুও আমার উপদেশ আল্লাহর আযাব হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করার জন্য কোন উপকারে আসিবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহেন; তিনিই তোমাদের রাব্ব; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৩৬। তাহারা কি বলে যে, সে ইহা (অর্থাৎ আযাবের ওয়াদা)-কে মিথ্যা রচনা করিয়াছে? (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও, যদি আমি ইহা নিজে রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার এই মহা অপরাধ নিশ্চয় আমার উপরই (শাস্তিরূপে) বর্তিবে এবং (তোমাদেরকৃত অপরাধের শাস্তি আমার উপর বর্তিবে না, কারণ) যে ভয়ানক অপরাধ তোমরা করিতেছ উহা হইতে আমি বিমুক্ত। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

এতায়াত বনাম অহংকার

(১)

"যাহার হৃদয়ে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, সে দোযখে যাইবে না এবং যাহার হৃদয়ে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে বেহেস্তে যাইবে না।" (মুসলিম)।

(২)

"আল্লাহ জাল্লাশানুহু বলিয়াছেন, বড়াই আমার চাদর এবং মহত্ব আমার ইজার; অতএব যে কেহ এই দুইয়ের যে কোন একটি আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে চাহিবে, আমি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিব।" (মুসলিম)।

(৩)

"নিযামের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি নিকৃষ্ট কাজ।" (বুখারী)

(৪)

"বিপথগামীতায় এতায়াত নাই। নিশ্চয়ই এতায়াত সিদ্ধ বিষয়ে রহিয়াছে।
(বুখারী ও মুসলিম)

(৫)

"যখন জামাত এক জনের নিয়ন্ত্রণে একতাবদ্ধ আছে, তখন যদি কেহ জামাতকে ভাঙ্গিবার বা একতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তোমাদের নিকট আসে, তাহা হইলে তাহাকে কতল (অর্থাৎ তাহার সহিত সম্পর্ক ছেদ) কর। (বুখারী)।

(৬)

"যখন তুমি মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াও, তখন তুমি তাহাদিগকে ফাসাদে নিক্ষিপ্ত কর।" (বাইহাকী)।

(৭)

"বিদ্বেষ করা হইতে সাবধান। কারণ অগ্নি যেরূপ জ্বালানী কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে দেয়, বিদ্বেষ তেমনি নেকীসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়।" (আবুদাউদ)।

(৮)

"পরস্পরের প্রতি অসদ্ব্যবহার হইতে সাবধান; কারণ ইহা ধ্বংসাত্মক।" (তিরমিযি)

(৯)

"কেহ অন্যের ক্ষতি করিলে, আল্লাহ তাহার ক্ষতি করেন এবং যে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন।" (ইবনে মাজা)

"তোমাদের মহামহিমান্বিত রব বলিয়াছেন' আমার বান্দাগণ যদি আমার এতায়াত করিয়া চলিত, আমি তাহাদিগকে রাত্রে বৃষ্টি দিতাম এবং দিবসে সূর্যের উদয় ঘটাইতাম এবং তাহাদিগকে বজ্র ধ্বনি শ্রবণ করাইতাম না।" (আবু নঈম)

অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আমি অসময়ে আসি নাই।"

"যুক্তি-তর্কে এবং নিদর্শন প্রদর্শনে কোন খৃষ্টান পাদ্রী মোকাবিলায় তিষ্ঠিতে পারে না।"

"এক সময় ছিল যখন পাদ্রীগণ শুধু তাহাদের শত্রুতা-বশতঃ বৃথা বাক্যব্যয় করিত যে কুরআন শরীফে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই। মুসলমান উলামা ইহার জওয়াব তো দিতেন কিন্তু সত্য কথা এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী এবং অলৌকিকক্রিয়ার অস্বীকারকারীদিগকে জবাব দেওয়া সেই ব্যক্তিরই কাজ, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী প্রদর্শন করিতে পারেন। শুধু মৌখিক কথাবার্তার দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে না। সুতরাং পাদ্রীগণের প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যারোপ যখন চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয় তখনই খোদাতায়ালা মুহাম্মদী হুজ্জত (যুক্তি-প্রমাণ) চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠার্থে আমাকে প্রেরণ করিলেন। এখন কোথায় আছেন পাদ্রী সাহেবান যাহাতে তাহারা আমার মোকাবেলায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন? আমি অসময়ে আসি নাই। আমি তখন আসিয়াছি যখন ইসলাম খৃষ্টানদের পদতলে পিষ্ট হইয়াছে। হে অন্ধগণ! তোমাদিগকে সত্যের বিরোধী হওয়া কে শিখাইয়াছে? দ্বীন ধ্বংসোন্মুখ এবং বাহিরের আক্রমণ সমূহ ও আভ্যন্তরীণ বেদাত-সমূহ ধর্মের সকল অংগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। শতাব্দীরও ২৩ বৎসর (বর্তমানে একশত পাঁচ বৎসর—অনুবাদক) অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং কয়েকলক্ষ মুসলমান ধর্মান্তরিত হইয়া খোদা ও রসুলের (সাঃ) শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা তাহা সত্ত্বেও বলিতেছ যে, এহেন সময়েও খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কেহ আসেন নাই, কিন্তু আসিয়াছে 'দাজ্জাল'। ভাল, এখন কোন পাদ্রীকে তো আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত কর যে বলিতে পারে যে অঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। স্মরণ রাখিবে, ঐ যুগ পূর্বেই গত হইয়াছে; এখন তো সেই যুগ উপস্থিত, যখন খোদাতায়ালা ইহাই প্রকাশ করিতে চাহেন যে, সেই রসুল মোহাম্মদ আরবী (সাঃ) যাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হতভাগ্য পাদ্রীগণ কয়েক লক্ষ পুস্তক এই যুগে প্রনয়ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, একমাত্র তিনিই (সাঃ) সত্যবাদী এবং সত্যবাদীগণের শিরোমণি। তাঁহাকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে এই রসুল (সাঃ)-কে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরান হইয়াছে। তাঁহার গোলাম ও খাদেমগণের মধ্য হইতে আমি একজন, যাহাকে খোদাতায়ালা

স্বীয় কালাম ও সম্ভাষণে ভূষিত করেন এবং যাহার উপর খোদার গায়েব (ভবিষ্যতের গোপন বিষয়) এবং নিদর্শনাবলীর দুয়ার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। হে অজ্ঞগণ! তোমরা কাফের বল বা অন্য কিছু, তোমাদের কুফরী ফতোয়ার সেই ব্যক্তির পরোয়া কি, যে খোদাতায়ালার আদেশানুযায়ী দ্বীনের খেদমতে মশগুল আছে এবং তাহার নিজের উপর সে খোদাতায়ালার অনুগ্রহ বর্ষার ন্যায় পতিত হইতে দেখিতেছে। যে খোদা মরিয়মের পুত্রের (আঃ) অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি আমার অন্তরেও অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু এই জ্যোতির্বিকাশ তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠতর। তিনিও মানুষ ছিলেন, আমিও মানুষ। এবং রৌদ্র যেমন প্রাচীরে পতিত হয় এবং প্রাচীর বলিতে পারেনা যে উহা সূর্য, তেমনি আমরা উভয়ে এ সকল জ্যোতির্বিকাশে স্বীয় আত্মার কোনই সাক্ষাত গৌরব বা মর্যাদা সাব্যস্ত করিতে পারি না, কেননা সেই প্রকৃত সূর্য (খোদা) বলিতে পারেন, "আমা হইতে পৃথক হইয়া তারপর দেখ যে তোমাতে কি গৌরব বা মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে?" ('হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ২৭৩-২৭৪)

"খোদাতায়ালা স্বীয় পক্ষ হইতে আমাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, আমার মুকাবেলায় যুক্তি-তর্কের সময়ে কোন পাদ্রী তিষ্ঠিতে পারে না। এবং খোদাতায়ালা খৃষ্টান পণ্ডিতগণের উপরে আমার প্রতাপ এমন প্রগাঢ় ও প্রচণ্ড রূপে পতিত করিয়াছেন যে, তাহার মোকাবিলায় আসিতে পারে সেই শক্তি তাহাদের নাই। যেহেতু খোদাতায়ালা আমাকে রুহুল কুদস (পবিত্রাত্মা) দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার ফেরেশতাদিগকে আমার সঙ্গে দিয়াছেন, সেইজন্য কোন পাদ্রী আমার মোকাবিলায় আসিতে পারে না। ইহারা সেই সকল লোক যাহারা বলিত যে, আঁ-হযরত (সাঃ) কর্তৃক কোন মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নাই, কোন ভবিষ্যদ্বাণীও প্রকাশিত হয় নাই। আর এখন তাহাদিগকে আহ্বান করা হয় তথাপি তাহারা মুকাবিলায় আসে না। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের অন্তরে খোদাতায়ালা এই কথার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যক্তির মোকাবিলায় আসিলে তাহাদের ভাগ্যে পরাজয় ছাড়া অন্য কিছুই জুটিবে না।" ('তোহফা গোলড়বিয়া, পৃঃ ৬০)

"আমাকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই খোদাতায়ালার কসম (শপথ) করিয়া বলিতেছি যে, যদি কোন কঠোর হৃদয় সম্পন্ন খৃষ্টান, হিন্দু বা আর্য সমাজী উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় উদ্দীপ্ত আমার বিগত নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং মুসলমান হওয়ার জন্য কোন নূতন নিদর্শন চায় এবং এই ব্যাপারে বদ নিয়তের দুর্গন্ধ-যুক্ত কোন অযথা হুজ্জত ব্যতিরেকে সরলপ্রাণে কোন পত্রিকার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার প্রকাশ করে যে সে কোন নিদর্শন দেখিতে পাইয়া--তাহা যে কোন নিদর্শন হউক কিন্তু মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বতন পর্যায়ের হইলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাহা হইলে আমি আশা রাখি যে, এক বৎসর পূর্ণ হইবে না বরং উহার মধ্যেই সে নিদর্শন দেখিতে পাইবে। কেননা আমি সে 'জীবন' হইতে আলো গ্রহণ করি যাহা আমার প্রভু নবী করীম (সাঃ)-কে দান করা হইয়াছে। এমন কেহও নাই যে আমার মোকাবিলা করিতে পারে। এখন যদি খৃষ্টানগণের মধ্য হইতে কোন সত্যান্বেষী ব্যক্তি থাকেন অথবা আর্য সমাজী বা হিন্দুগণের মধ্য হইতে সত্যানুসন্ধিৎসু থাকেন তাহা হইলে ময়দানে বাহির হউন এবং স্বীয় ধর্মকে যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাহইলে মোকাবিলায় আসিয়া নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হউন কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, এরূপ কখনও ঘটিবে না, বরং কুমতলবে পেঁচানো শর্ত আরোপ করিয়া তাহারা কথাকে টলাইবে, কেননা তাহাদের ধর্ম মৃত এবং জীবিত কল্যাণবর্ষী ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, যাহা হইতে তাহারা রুহানী ফয়েজ প্রাপ্ত হইতে পারে এবং নিদর্শনাবলীতে আলোকোজ্জ্বল জীবন লাভ করিতে পারে।"
(তরাইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ১১) অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৬ই সেপ্টেম্বর '৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(হুজুর আকদাস (আইঃ) আলোচ্য খোৎবায় হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ)-এর মহান সুদীর্ঘকর্মময় জীবনের কোন কোন দিক আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার 'কালেমা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। খোৎবাটি দীর্ঘ হওয়ার দরুন ইহার প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ 'পাক্ষিক আহমদী'র পূর্ব-বর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শেষাংশের অনুবাদ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল—অনুবাদক।)

যখন কাবুলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হযরত নেয়ামত উল্লাহ খান সাহেবকে শহীদ করা হইয়াছিল, তখন হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) ঐ সকল ব্যক্তির নাম চাহিয়া পাঠাইলেন, যাহারা সমস্ত বিপদাবলী উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া এই ওয়াদা করিবে যে তাহারা কাবুল যাইবে এবং একজন শহীদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ সকল খেদমত জারী রাখিবে, যাহা উক্ত শহীদ তাঁহার শাহাদতের দরুন জারী রাখিতে পারেন নাই। উক্ত ওয়াদার সার কথা এই ছিল যে, খেদমতের ধারা ব্যাহত হইতে দেওয়া হইবেনা। ঐ সময় যে সকল নাম পেশ হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ)-এর নাম পেশকৃত নামগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম ছিল। ঐ সময় তিনি লাহোরের আমীর ছিলেন। এই খবরটি 'আল ফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের নামকে পেশ করার সময় তিনি হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর খেদমতে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহা এইরূপ একটি চিঠি ছিল যে, যেহেতু তিনি স্বীয় ইমামকে লিখিতেছিলেন, অতএব তাঁহার প্রকৃতিগত বাধা সত্ত্বেও যাহার বর্ণনা তিনি নিজেই করিয়াছিলেন, তিনি তুলনামূলকভাবে অধিক সাচ্ছন্দে ও খোলাখুলিভাবে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। এই ধরণের উপলক্ষে তাঁহার হৃদয়ের আভ্যন্তরীন অবস্থা জানার সুযোগ ঘটিয়া থাকে যে, তাকওয়ার কোন্ পথে তিনি চলিতে ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি কিরূপ ছিল তাঁহার অন্তরের অবস্থা কিরূপ ছিল ? যখন তিনি তাঁহার নাম পেশ করেন তখন কিভাবে তিনি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে পর্য্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং এই ভীতির সংগে তিনি নিজের আভ্যন্তরীন অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহাতে পাছে তিনি কোন রীয়াকারী (লোক দেখানো কাজ) না প্রকাশ করিয়া ফেলেন—এই সকল বিষয় আপনারা এই চিঠিতে দেখিতে পাইবেন, অর্থাৎ এই চিঠির আয়নায় দেখিতে পাইবেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে লেখেন :—

সৈয়্যদেনা ওয়া ইমামানা,

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু। অদ্যাবধি আমার জীবন এইরূপে কাটিয়াছে যে, লজ্জা ও আক্ষেপ ছাড়া আমি আর কিছুই অর্জন করি নাই (বড়ই কামিয়াব জীবন তিনি অতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজনীতিতেও তিনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার যোগ্যতার সুখ্যাতিও বিস্তার লাভ করিতেছিল। এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের সচেতন মহলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ হইতেছিল। এই ধরণের জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্বন্ধে যে আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং নিজেকে তিনি কি মোকামে দেখিতেছিলেন—এই চিঠিতে এইগুলির প্রকাশ ঘটে)। আমি প্রায়ই এই কথা ভাবি, ইহা কি কোন জীবন ? জীবিকা উপার্জন করা ছাড়া অন্য কাজের আমি কি কোন অবসরই পাইবনা (যদিও তিনি ঐ সময় লাহোর জামাতের আমীরের গুরুদায়িত্ব পালন করিতেছিলেন) এবং পার্থিব ধান্দায় ফাঁসা অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার পাপে নিমজ্জিত থাকিব ? আজ যখন খোদার একজন ভাগ্যবান প্রিয় বান্দার মৃত্যুর খবর জানিতে পারিলাম, তখন হৃদয়ে একটি তীব্র বেদনার সৃষ্টি হইল এবং সংগে সংগে হৃদয়ে এই তাহরিকও হইল যে তোমার অর্থহীন জীবনকে কোন কাজে লাগোনোর জন্য ইহা একটি সুযোগ এবং নিজেকে আফগানিস্তানের ভূমিতে সত্যের খেদমতের জন্য পেশ কর। অতঃপর আমি অকস্মাৎ এই কথা ভাবিয়া থামিয়া গেলাম যে, ইহা আমার নফ্‌সের বাসনার বহির্প্রকাশ নয়তো ? ইহা কি আমার এই বিশ্বাসের ফলশ্রুতি যে, আমাকে আফগানিস্তানে পাঠানো হইবে না, অতএব আমি নিজেকে পেশ করিয়া দিতেছি ? এই পথে যে সকল বিপদ ও মুশকিল আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমি ঐগুলি সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিয়াছি এবং নিজেকে বুঝিয়াছি যে অকস্মাৎ শাহাদাত বরণ করা এইরূপ একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার যে উহা সকলের নসিব হয়না এবং তুমি কি কেবলমাত্র নিজেকে এইজন্য পেশ করিতেছ যে আফগানিস্তান যাওয়ার সাথে সাথে তুমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করিয়া ফেলিবে এবং দুনিয়ার ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি লাভ করিবে, না তোমার মধ্যে এই সাহস রহিয়াছে যে একটি দীর্ঘ সময় জীবিত থাকিয়া প্রত্যহ আল্লাহতায়ালার পথে প্রাণ বিসর্জন দিবে এবং অবিরাম শাহাদাত হইতে মুখ ফিরাইবে না ?

হুজুর আনোয়ার ! আমি দুর্বল, আমি গাফেল, আমি আরাম-প্রিয় ! কিন্তু অনেক চিন্তা করার পর আমার অন্তর হইতে এই উত্তরই পাইয়াছি যে, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, তাৎক্ষণিক শাহাদাতের জন্য নয় এবং পৃথিবীর ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়, বরং পাপ হইতে তওবা করার সুযোগ লাভ করার জন্য, নিজের পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য এবং আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য আমি নিজেকে এই খেদমতের জন্য পেশ করিতেছি। যদি আমার মত নগন্য ব্যক্তি ও পাপীর নিকট হইতে আল্লাহতায়ালা এই খেদমত গ্রহন করেন এবং আমাকে এই তৌফিক দান করেন যে আমি আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ তাঁহার (আল্লাহতায়ালার) সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য ব্যয় করিব, তাহাহইলে ইহার চাইতে অধিক কোন নেয়ামত এবং কোন আনন্দ আমি চাইনা। হুজুর ! আমি সাহিত্যিক নই এবং হুজুরের দরবারে মুখও খোলা যায় না এবং কলমও চলেনা, যেমন কিনা কোন একজন কবি বলিয়াছেন ঃ—

بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو
ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں

(অর্থ ঃ—"নীরবতাই হোক আমার সীমাহীন মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করার ভাষা। অন্যথা হে বন্ধু ! বক্তৃতা কি কোন কাজে আসে ?" (হযরত মোহানীর কবিতা হইতে হযরত চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ) ইহা নোট করিয়াছেন)।

অতএব আমি নিবেদন করিতেছি যে, যখনই হুজুর আদেশ দান করিবেন তখনই আমি আফগানিস্তান রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং সর্বদা হুজুরের দোওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ভিক্ষা করিতেছি।

হুজুরের নগন্য গোলাম
বিনীত
জাফরউল্লাহ খান

ইহা ছিল তাঁহার বিনয়। ইহা ছিল তাঁহার খেদমতের উদ্দীপনা। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল আল্লাহর সহিত তাঁহার ভালবাসা এবং খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টির ভীতি, যাহা তাঁহার মস্তিষ্কে চাপিয়া থাকিত এবং ইহা ছিল তাঁহার খোদাতায়ালার প্রীতি লাভের বাসনা। এই দুইটি ছিল ঐ আবেগ, যাহা চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেবকে সারাজীবন এক মঞ্জিল হইতে অন্য মঞ্জিলে ধাবমান রাখিত। ইহা ছিল ঐ শক্তি, যাহা তাঁহাকে সারা জীবন চালিত করিয়াছে। তাঁহার শক্তির উৎস ছিল আল্লাহ-তায়ালার ভালবাসা। এই উৎসের সৌভাগ্য যে লাভ করে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে সীমাহীন নেয়ামতের দরজা খুলিয়া যায় এবং তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ খোদাতায়ালা নিয়ন্ত্রণ করেন। 'আল্লাহর ভয়' এর অর্থ হইল তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিপদ এবং 'আল্লাহ-তায়ালার ভালবাসার লোভ' এর অর্থ হইল এইরূপ কিছু কাজ করার তৌফিক লাভ করা, যাহাতে আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই দুইটি হইল মৌলিক শক্তি, যাহার দ্বারা মোমেন প্রত্যেক উন্নতির সৌভাগ্য লাভ করে। তাহার দোওয়াও এই শক্তির সহিত নিনাদিত হয়, তাহার কাজ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়, বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করা হয় এবং খোদার অসাধারণ সাহায্যের নিদর্শন তাহাকে দান করা হয়। খোদার রাস্তায় কোরবানী করার যে সকল বিভিন্ন পথ রহিয়াছে উহার নাম আপনারা চাঁদা রাখুন, উহার নাম আপনারা সময়ের কোরবানী রাখুন, উহার নাম আপনারা প্রাণের কোরবানী রাখুন বা উহার নাম আপনারা ইজ্জতের কোরবানী রাখুন, এই দুইটিই হইল ঐ উদ্দীপনা যাহার নাম প্রকৃতপক্ষে 'তাকওয়া' এবং এই তাকওয়া হইতে সকল পুণ্যকাজের জন্ম হইয়া থাকে। এই জন্যই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে খোদাতায়ালা ইলহামের মাধ্যমে বলেন ঃ—

اگر یہ جزر ہی سب کچھ رہا ہے (যদি এই শিকড় থাকে তাহা হইলে সবকিছু রহিল)।

তিনি (হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম) একটি কবিতা বলার জন্য একটি পংক্তিতে বলেন যে ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے (প্রত্যেক পুণ্যের শিকড় হইল এই তাকওয়া)। ইহা এরূপ একটি মনোরম তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা ছিল যে, তিনি তাহার কবিতার দ্বিতীয় পংক্তি না বলিতেই আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে দ্বিতীয় পংক্তি ইলহামের মাধ্যমে নাযেল হইল ঃ— اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے (যদি এই শিকড় থাকে তাহাহইলে সবকিছু রহিল)।

অতএব যতটুকু আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ) সারা জীবন তাকওয়ার শিকড়ের সহিত এইভাবে লাগিয়াছিলেন যে, তাহার মধ্যে 'আসলুহা সাবেতুন' এর বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হইয়াছিল। শিকড়ের দিক হইতে তিনি মজবুত ছিলেন, দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, বিশ্বস্ত ছিলেন এবং যে কথা বলিতেন উহার উপর কায়েম থাকিতেন। তাঁহার স্বভাবে কোন দ্বৈত নীতি ছিলনা। মুখে এক কথা বলা এবং কার্যতঃ অন্য কিছু করা—এই ধরণের স্ববিরোধ তাঁহার স্বভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল।

বস্তুতঃ অতঃপর তিনি খেদমতের যে তৌফিক লাভ করিয়া ছিলেন, উহা তাঁহার উপরোক্ত স্বভাবের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল। ইহাতে অন্য কোন কিছু অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পড়িতনা। যে ব্যক্তি এই দুইটি বস্তু লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার মধ্যে খোদার ভালবাসা হারানোর ভীতি রহিয়াছে এবং তাঁহার ভালবাসা অর্জন করার বাসনা রহিয়াছে—তাকওয়ার এই ফল যে লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য অন্যান্য সব কাজ সহজ হইয়া যায়। বাহির হইতে যাহারা দেখে তাহাদের নিকট মনে হয় যে, এই ব্যক্তি খুব কোরবানী করিতেছে, খুব কষ্ট করিতেছে, তাঁহার বাসনা পূর্ণ করার জন্য সে প্রতিপদক্ষেপে খুন হইয়া যাইতেছে, এবং এই ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তি তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই কথা জানে যে, পূর্বোক্ত দুইটি বস্তু

অর্জন করাই মুস্কিল ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার মর্মকথা উপলব্ধি করিয়া উহাতে লাগিয়া থাকাই সব চাইতে মুস্কিলের কাজ। ইহার পরেতো অন্য সব মঞ্জিলে পৌঁছিয়া যাওয়া সহজ হইয়া যায়।

হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ)-এর জীবন ছিল এক আশ্চর্যজনক জীবন। তাহার জীবন ছিল একটি ভরপুর জীবন। কয়েকদিন পূর্বে একজন এম.পি. আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আপনিতো একজন ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। তিনিতো একজন ব্যক্তি হিসাবে জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মধ্যেতো কয়েকটি ব্যক্তিত্ব জীবিত ছিল। একই সময় তিনি অনেকগুলি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং খোদার ফজলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নীরবচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে ভরপুর জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। লোকেরা তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিসাবেও দেখিতেছিল এবং সারা জীবন তাঁহাকে ইহাই মনে করিয়াছে এবং এই দিক হইতেও তাহারা মনে করিতেছিল যে তিনি একটি ভরপুর জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু কিছু কিছু লোক তাঁহাকে একজন হৃদয়-বান ব্যক্তিরূপে এবং একজন নাজুক অনুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে দেখিয়াছে। তিনি এইরূপ একজন মানুষ ছিলেন, যাঁহার মধ্যে এই শক্তি ছিল না যে তিনি গরীবদের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে উচ্চ শক্তি থাকা সত্ত্বেও, মানবতাকে ক্রন্দনরত দেখিয়া নীরবে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। এই দিক হইতে তাঁহার শক্তির পরিসীমা খুবই ছোট ছিল। বরং এই দিক হইতে তিনি মাটির সংগে মিশিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় এবং ইসলামী পরিভাষায় বিনয়ের ইহাও একটি অর্থ যে জগতবাসীর দুঃখ দেখিলে তোমরা নিজেদের শক্তিকে নীচু করিয়া দাও, যাহাতে তোমরাও 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' হইতে পার। এই ক্ষেত্রে যে নেকী দান করা হয়, শক্তিকে এইভাবে নীচু করিয়া দেওয়ার দরুনই ঐ নেকীগুলি দান করা হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তিনি 'খেদমতে খাল্‌ক' (সৃষ্টির সেবা)-এর যত কাজ করিয়াছেন, যদি ঐগুলি গণনা করিতে হয় তাহাহইলে আমার ধারণানুযায়ী বর্ত্তমানে এইরূপ একজন মানুষও নাই, যিনি ইহা বলিতে পারেন যে আমি তাঁহার সমস্ত খেদমতে খাল্‌কের কাজ গননা করিয়াছি। কেননা তাঁহার খেদমতে খালকের কিছু কাজ প্রকাশ্যেও ছিল এবং কিছু কাজ গোপনে ছিল এবং ঐগুলি এত ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন ময়দানে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, কার্য্যতঃ কাহারো পক্ষে আজ ইহা সম্ভবই নয় যে, সে এগুলি গননা করিতে পারে। কাগজপত্রে ঐগুলির উল্লেখ নাই। যে ট্রাষ্ট তিনি কায়েম করিয়াছিলেন, ঐ ট্রাষ্টেও ঐগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এত বিপুল পরিমাণে তিনি গরীবদের খেদমত করিয়াছেন যে, প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয় যে কোন কোন সময় আমি নিজে যখন ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়িতাম তখন আমি উহা বুঝিতে পারিতাম। এইরূপ কোন

কোন গরীব ব্যক্তি নিজেরা প্রসঙ্গক্রমে বলিল যে, আমরা এই কষ্টের মধ্যে নিপতিত ছিলাম। কিন্তু চৌধুরী সাহেবকে সংবাদ দেওয়া মাত্র এই ব্যাপারে আমাদের আর কোন চিন্তা থাকিতনা। গরীব, এতিম, দিনমুজুর, গরীব কৃষক, পঙ্গু ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, এবং গরীব মেধাবী ছাত্র-কেহই তাঁহার খেদমত হইতে বাদ পড়ে নাই। এতসব ময়দানে খেদমতে খাল্‌কের কাজ করার পরও তিনি বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরেও এইরূপ মুক্তহস্তে দান করিতেন যে, এইরূপ মনে হয় যেন তিনি সারা জীবনের উপার্জন এই পথে ব্যয় করিয়াছেন। অতঃপর যখন আপনারা জামাতী চাঁদার প্রতি লক্ষ্য করিবেন এবং জামাতী খেদমতের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তখন আপ-নাদের মনে হইবে যে, তাঁহার জীবনের উপার্জন তিনি এই পথেই খরচ করিয়াছেন। এতবিপুল মনোবলের সহিত তিনি চাঁদা দিয়াছেন যে, বর্তমানে লণ্ডন মিশনে যত দালান কোঠা রহিয়াছে, এইগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত খরচে নির্মিত হইয়াছে। এই মিশন হাউস, এই হল, মহিলাদের জন্য এই ছোট হল এবং এই বাসগৃহ এইসব কিছু তিনি খোদার ফজলে নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য কেবলমাত্র একটি প্রকোষ্ঠ রাখিয়াছিলেন। উহার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাল যাপন করিতেন এবং উহাও শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট ছিল না। অবশেষে যখন জামাতের প্রয়োজন হইয়া পড়িল, অথবা ইহাও হইতে পারে যে তিনি অধিক সিঁড়ি অতিক্রম করিতে পারিতেন না—কারণ যাহাই হউক, তিনি ঐ ক্ষুদ্র প্রকাষ্ঠও ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে যখন বিভিন্ন তাহরিক হইত, বিশেষভাবে হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর যুগে যখন সমস্ত সম্পত্তি পেশ করার তাহরিক হইল, তখন সমস্ত সম্পত্তি পেশ-কারীগণের মধ্যে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যে যেমনিভাবে তাকওয়া ছিল, নেকী ছিল এবং দৃঢ়-চিত্ততা ছিল, যাহা তাঁহার ঐ চিঠি হইতেও প্রকাশ পায়, যে চিঠিখানি আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তেমনিভাবে যখন তিনি সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়াছিলেন। উহার অর্থ এই ছিল যে তিনি নিজের জন্য এক কপর্দক মূল্যের সম্পত্তিও রাখিলেন না এবং যেই বিপদের পটভূমিতে হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) তাহরিক করিয়াছিলেন, তিনি উহার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। যাহাহউক আমি জানি যে ঐ বিপদ আসে নাই এবং এই জন্য ঐ সম্পত্তিও নেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও যখনই যে কোন প্রয়োজন দেখা দিত, তিনি ঐ প্রয়োজন মিটাইতে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেন নাই। বরং তাঁহার চেষ্টা এই ছিল যে হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) যেন স্বয়ং তাঁহার চাঁদার অংক নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং তিনি এইভাবে তাঁহার নিকট হইতে চাঁদা নেন যেন ইহা তাঁহার (হযরত মোসলেহ মওউদ রাজিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুর) নিজের জিনিষ। ইহা ছিল তাঁহার চাঁদার বৈশিষ্ট এবং ইহা সদা সর্বদা এইরূপই ছিল।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভরপুর রাজনৈতিক জীবনতো এতখানি সম্প্রসারিত একটি জীবন ছিল যে, উহার সব কিছু আলোচনা করা এমনিতেই সম্ভব নয়। খোদাতায়ালা তাঁহাকে

বিভিন্ন জাতির প্রতি এহসান করার তৌফিক দান করিয়াছিলেন। কেননা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথাগুলিও ছিল যে, অন্যান্যরাও বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ করিবে এবং প্রত্যেক জাতি এই উৎস হইতে পানি পান করিবে। খোদাতায়ালা তাঁহাকে এইরূপ একটি পদ-মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দিলেন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জাতি এই উৎস হইতে পানি পান করিয়াছিল। অর্থাৎ জাতিসংঘের (United Nations) তিনি সভাপতি হওয়ার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন। জাতিসংঘের ইতিহাসে ঐ যুগকে জাতিসংঘের 'নৈতিক যুগ' বলা যায়। তিনি জাতিসঙ্ঘে সকল ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহা এইরূপ একটি যুগ ছিল যখন নাস্তিক রাজনীতিবিদরাও, যাহারা জাতিসংঘে অংশ গ্রহণ করিতেন সসম্ভ্রমে সামলাইয়া বসিতেন এবং কোন অশালীন কথা বলিতেন না। হাসি বিদ্রূপ করা, অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করা এবং ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যাওয়া—এই সকল কাজ জাতিসংঘে ঐ সময় বন্ধ ছিল। কোরআন করীম তেলাওয়াত করা, কোরআন করীম হইতে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তাঁহার কথা বা কোরআন করীমের কথা কেহ মানে কি মানেনা—ইহা উপেক্ষা করিয়া সকলকে নৈতিক শিক্ষা দিতে থাকা—এই সকল ছিল তাঁহার অভ্যাস। খোদা তাঁহাকে এইরূপ সাহসই দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উত্তম আদর্শের ফলশ্রুতিতে তাঁহার কথার মধ্যে এইরূপ আজমত'ই ছিল। কেননা উত্তম আদর্শই কথাকে আজমত দান করিয়া থাকে। বাগাড়ম্বর কথাকে আজমত দান করে না। অতএব ইহার ফলশ্রুতিতে অন্যান্যদের উপরও তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল।

বস্তুতঃ একদা চৌধুরী সাহেব নিজেই আমার সহিত একটি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছিলেন। খাওয়ার সময় খোশ আলাপ করিতে ছিলেন। ঐ সময় তিনি বলিতে ছিলেন যে ঐ সমস্ত লোক, ধর্মের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা আমার সহিত উত্তম আচরণ করার জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি সব কিছুকেই আল্লাহতায়ালার এহসান বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তিনি কথাগুলি এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, ইহা আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ ফজল ছিল যে তিনি (আল্লাহতায়ালা) তাহাদের হৃদয়ে একটি প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহারা আমার কথা মান্য করিত, যদিও আমার কথা মানার জন্য তাহাদিগকে এইভাবে বাধ্য করার কোন অধিকার বাহ্যতঃ আমার ছিল না। জাতিসংঘের প্রেসিডেন্টের পদ-মর্যাদা সকলের নিকট সুবিদিত। কিন্তু রাজনীতির জগতে একজন প্রেসিডেন্টের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যে আশা করা হয়, উহা কার্য্যতঃ তাহার থাকে না। স্বাধীন দেশের নেতাগণ যখন জাতিসংঘে আসেন, তখন তাহারা সব কিছু ভুলিয়া যান যে, সভাপতির আসনে কে বসিয়া রহিয়াছে এবং নিয়ম শৃংখলাই বা কি বস্তু? চৌধুরী সাহেবকে জাতিসংঘে তাহাদিগকে এতদূর আদব-কায়দা শিখাইতে

হইয়াছিল যে, এমনকি তাহাদিগকে সময়ানুবর্তীতাও শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে ঐ সময় আমরা একজন ব্যক্তির মধ্যেও হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পূর্বোক্ত কালাম পূর্ণ হইতে দেখিতে পাই। এমনিতেতো বহু এইরূপ আহমদী রহিয়াছে, যাহাদের নিকট হইতে জাতিবর্গ উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু জাতিসংঘে একজন ব্যক্তির মধ্যে সব বিষয়ের একত্রে সমাবেশ ঘটিয়া গিয়াছে। বিশ্বের সকল জাতি এই উৎস যিনি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের গোলামীতে গর্ব করিতেন, উহা হইতে উপকৃত হইয়াছে এবং আকণ্ঠ পান করিয়াছে। বিভিন্ন জাতির ভরপুর খেদমত করার জন্য খোদাতায়ালা তাঁহাকে এইরূপ সুযোগ দান করিয়াছেন যে, ঐ যুগটি এইরূপ ছিল, যখন নুতন ইতিহাসের সূত্রপাত হইতেছিল। আজিকার যে নুতন ইতিহাস আমরা দেখিতেছি উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ঐ যুগে, যখন আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে জাতিসংঘে একজন সদস্য হিসাবে, একজন প্রতিনিধি হিসাবে এবং অবশেষে একজন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। যখন তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন তখন হইতে তাঁহার জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট হওয়া পর্যন্ত যুগটি এক সুদীর্ঘ যুগ। বস্তুতঃ এই যুগটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল, যখন নুতন ইতিহাস সৃষ্টি হইতেছিল।

বস্তুতঃ তিনি প্যালেষ্টাইন সমস্যার ব্যাপারে আরববাসীদের খেদমত করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ আজিমুশশান খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন যে, আরবের লোকেরা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়াছিল। বড় বড় রাষ্ট্র প্রধান এবং স্ব-স্ব দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার কাজের জন্য গর্ববোধ করিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে তাঁহার জন্য এত ভালবাসা ছিল ও এত প্রীতি ছিল যে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল তাহারা তাহাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। কেবলমাত্র প্যালেষ্টাইন সমস্যা নয়, তিনি মরক্কোর খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন, টিউনিসিয়ার খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন, জর্দানের খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন এবং সুদানের খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন। এতদব্যতীত কেবলমাত্র মুসলিম দেশই নয়, বরং অন্যান্য অনেক দেশও ছিল, যাহাদের অধিকারের সমর্থনে তিনি কথা বলিয়াছিলেন এবং যাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার খেদমত করার তৌফিকও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। জাতিসংঘে তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, ঐগুলির রেকর্ড আমি আল্লাহতায়ালার ফজলে দুই বৎসর পূর্বে বড় পরিশ্রমের সহিত চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। খোদা একটি উপায় করিয়া দিলেন এবং সাহেবজাদা মির্যা মুজাফফর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে সকল রেকর্ড আমি পাইয়া গিয়াছি। আমার ইচ্ছা ইহাই ছিল যে, চৌধুরী সাহেবের এই সকল ঐতিহাসিক খেদমত মাঝে মাঝে জগতবাসীর সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। কেননা, কোন কোন লোকত ভুলিয়া যায় এবং কোন কোন

লোক বিপরীত কথা আবিষ্কার করিয়া থাকে। অর্থাৎ যেস্থলে তিনি মুসলিম দেশগুলির খেদমত করিয়াছিলেন, সেস্থলে এইরূপ হতভাগ্য অপবাদ আনয়নকারীরাও রহিয়াছে, যাহারা বলে যে তিনি নাউজুবিল্লাহ মিন যালেক, মুসলিম দেশগুলির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব এই নিয়তেই আমি এই রেকর্ডগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। যখন মাঝে মাঝে এইগুলি জগতবাসীর সম্মুখে পেশ করার সুযোগ আসিবে তখন যাহারা নিজেদের অজ্ঞাতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাও স্মরণ করিবে যে কোন একজন এইরূপ মানুষ ছিলেন এবং একজন দরবেশ স্বভাববিশিষ্ট খোদার বান্দা ছিলেন, নিস্বার্থভাবে দেশসমূহের ও জাতি-সমূহের খেদমত করিয়াছেন।

যাহাহউক তাঁহার খেদমতের ইতিহাসতো খুবই একটি লম্বা ফিরিস্তি ও দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। তাঁহার সম্বন্ধে আমি আমার ব্যক্তিগত ধারনা বর্ণনা করিতেছিলাম এবং উহা দ্বারাই আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাহিতেছি যে, চৌধুরী সাহেবের সংগে আমার অনেক পত্রালাপও ছিল এবং আমি জানি যে তাঁহার হৃদয় খুবই কোমল ছিল। তাঁহার মধ্যে বিনয় ছিল, নম্রতা ছিল, খোদা-ভীতি ছিল। তাঁহার সংগে আমার একত্রে নামাজ পড়ারও সুযোগ ঘটিয়াছিল। যখন আমি লাহোর যাইতাম তখন সর্বদা তিনি আমাকে বড়ই মহব্বতের সহিত দাওয়াত করিতেন এবং এইরূপ কখনো হইত না যে তিনি লাহোরে রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, বা তাঁহার সহিত খানা না খাইয়া বা তাঁহার সহিত কিছু সময় না কাটাইয়া আমি ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। কেননা তাঁহার অভিযোগের সম্মুখিন হওয়ার মত সাহসই আমার ছিল না এবং আমার অন্যরূপ আচরণে তিনি নিশ্চিত ভাবে অনুযোগ করিতেন। এইজন্য যখন আমরা নামাজ পড়িতাম তখন তিনি আমাকে বলিতেন যে তুমি নামাজ পড়াও এবং এই সময় তাহার যে অবস্থা হইত, উহা কেবল নিকট হইতে শুনার ব্যাপারই হইত না, উহা উপলব্ধি করার ব্যাপার হইত। তাঁহার নামাজ অদ্ভুত এক বিনয় ছিল। নামাজ পড়ার সময় তিনি প্রত্যেকটি শব্দ মুক্তার মত সাজাইয়া খোদার হুজুরে পেশ করিতেন, যেন তিনি 'ইলতেহায়াতউল্লাহ' (আল্লাহর তোহফা সমূহ) এক বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি জানিতেন যে ইবাদত তখনই গৃহীত হয় যখন উহা তোহফা স্বরূপ পেশ করা হয়। অন্যথা উহা অর্থহীন হইয়া যায়। অতঃপর ব্যক্তিগত মজলিসে তাঁহার সহিত আমার যে সকল আলাপ আলোচনা হইয়াছে উহা হইতে আমি তাঁহার স্বভাবের বিভিন্ন দিক উদঘাটন করার সুযোগ লাভ করিয়াছি। পূর্বেই যেমন কিনা আমি বলিয়াছি যে, পত্রালাপের মাধ্যমেও আমি তাঁহার স্বভাবের বিভিন্ন দিক উদঘাটন করার সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাঁহার চিঠিগুলি এইরূপ যে, আমি ঐগুলি খুবই সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু মানুষ তাঁহার কোন কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিয়া ফেলুক—উহা তিনি চাহিতেন না। তাঁহার স্বভাব এইরূপ ছিলনা। পত্রালাপের সময় তিনি কেবলমাত্র কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত ও কতিপয় ব্যক্তির সহিত খোলামেলা হইয়া যাইতেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি চিঠিতে এইরূপ আশ্চর্যজনক বিনয় থাকিত, যাহা চিঠির পাঠককে লজ্জিত করিয়া দিত। তাঁহার মধ্যে ছিল সীমাহীন বিনয় ও নম্রতা। এই কারণেই তাঁহার সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা যখন আমাকে প্রথম কাশ্‌ফ (দিব্য দর্শন) দেখান তখন

ইহা তাজ্জবের ব্যাপার ছিলনা যে উক্ত কাশ্‌ফে আমাকে চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেবকে দেখানো হইয়াছে। উহাও ছিল একটি অদ্ভুত কাশ্‌ফ। আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কেননা মানুষের চিন্তা সাধারণতঃ এই ধরণের বিষয়ের দিকে যাইতে পারেনা। আমার খেলাফতের একদিন বা দুইদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। তখন কোন এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, খলিফা হওয়ার পর আপনার প্রতি কোন ইলহাম, কোন কাশ্‌ফ ইত্যাদি হইয়াছে কি? আমি বলিলাম যে, এখনও কিছু হয় নাই। অতএব খোদাতায়ালা যেমনটি চাহিতেছেন, তেমনটি আমি দিন অতিবাহিত করিতেছি। সব ঠিকই আছে। অতঃপর ইহার কয়েকদিন পরেই আমি ভোরে নামাজের পর কাশ্‌ফে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একটি দৃশ্য দেখিলাম যে, চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব বিছানায় শায়িত অবস্থায় আল্লাহতায়ালার সহিত কথা বলিতেছেন এবং আমি ঐ সকল কথা শুনিতেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে দুস্তর দুরত্ব রহিয়াছে (হুজুর আকদাস তখন পাকিস্তানের রাবওয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন —অনুবাদক)। আমি জানি যে চৌধুরী সাহেব লণ্ডনে শুইয়া ছিলেন। কিন্তু যেভাবে ক্যামেরার কারসাজির দরুন ফিল্মে দুরের জিনিষ নিকটে দেখা যায় এবং যেভাবে খুব দুরের টেলিফোনের কথাকেও নিকটে মনে হয়, ঠিক তেমনিভাবে আমি কাশ্‌ফে ইহা দেখিতেছিলাম যে চৌধুরী সাহেব তাঁহার নিজের বিছানায় শুইয়া আল্লাহতায়ালার সহিত কথা বলিতেছেন এবং আমি উহা শুনিতেছি ও উহা সম্বন্ধে আমি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছি। কিন্তু আমার আওয়াজ যেন সেখানে পৌঁছিতেছিল না। আল্লাহতায়ালা চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার কাজ কতখানি বাকী রহিয়াছে। তখন চৌধুরী সাহেব নিবেদন করিলেন যে, কাজতো চারি বৎসরের রহিয়াছে। কিন্তু যদি আপনি (আল্লাহতায়ালা) আমাকে এক বৎসরও মঞ্জুর করেন তাহাহইলে উহাও যথেষ্ট হইবে। ইহা শুনিয়া আমার মনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগল এবং আমি চৌধুরী সাহেবকে ইহা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, আপনি খোদাতায়ালার নিকট চারি বৎসরের জন্য নিবেদন করুন। ইহা আপনি কি বলিতেছেন যে, 'যদি এক বৎসরও মঞ্জুর করা হয় তাহাহইলে উহা যথেষ্ট হইবে? খোদার নিকট নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট বলিতেছেন যে চারি বৎসরের কাজ বাকী রহিয়াছে কিন্তু এই কথাও বলিতেছেন যে এক বৎসর মঞ্জুর করা হইলেও যথেষ্ট হইবে।" ইহাতে আমার মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইল। কিন্তু যেমন কিনা আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কাশ্‌ফী দৃশ্যে আমি আমার কথা পৌঁছাইতে পারিতেছিলামনা এবং খোদাতায়ালা ও চৌধুরী সাহেবের কথোপকোথন শুনিতেছিলাম মাত্র। অতঃপর আমি ইহার পরের দিনই চৌধুরী হামিদ নাস্‌রউল্লাহ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে এই কাশ্‌ফ সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাইলাম এবং ইহাতে আমার মধ্যে এইরূপ একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হইল যে, এমন হইতে পারে যে খোদাতায়ালা তাঁহাকে তুলনামুলকভাবে দীর্ঘ জীবনতো দিয়া দিবেন, কিন্তু কর্মময় জীবন দিবেন মাত্র এক বৎসরই। বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছিল। ১৯৮৩ সালে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং কার্য্যতঃ এই সময় পর্যান্ত তিনি কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইল অর্থাৎ

তিনি কর্মময় জীবন মাত্র এক বৎসরই লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর অসুস্থতার দরুন তাঁহাকে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে হইল এবং ইহার পর তাঁহার শরীর খারাপ হইতে লাগিল এবং তিনি দুর্বল হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি একমাত্র পড়াশুনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশ্য ইহার পর তিনি চারি বৎসর সময় পান নাই। কিন্তু ইহাও আল্লাহতায়ালার এক অদ্ভুত মহিমা যে ভয়ানক পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হইলেন এবং ডাক্তারগণ বলিলেন তাঁহার বাঁচার আর কোন আশা নাই, তথাপি তিনি বাঁচিয়া রহিলেন। দুইবার এইরূপ হইয়াছিল। আমার উপরোক্ত কাশ্‌ফের দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে যখন আমি করাচীতেই সংবাদ পাইলাম যে, এখনই লাহোর হইতে টেলিফোন আসিয়াছে যে এখনতো চৌধুরী সাহেবের বাঁচার আর কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায়না। তখন আল্লাতায়ালা আমার হৃদয়ে একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) প্রোথিত করিয়া দিলেন। আমি দোওয়াও করিয়াছিলাম। অতঃপর রাত্রি বেলায় খোদাতায়ালা আমাকে স্বপ্নে দেখাইলেন যে, চৌধুরী সাহেবের এই অসুস্থতা সম্বন্ধে খোদাতায়ালার তরফ হইতে একটি চিঠি আসিয়াছে এবং আমি ঐ চিঠি পড়িতেছি। কিন্তু চিঠির একটি বাক্যের উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল। উক্ত বাক্যের বিষয়বস্তু এই যে, আমি জীবিতও করি এবং বোঝাও নামাইয়া দেই এবং সরবারাহও করিয়া দেই। এই বাক্যে দুইটি বিষয়বস্তু ছিল। একটি বিষয়বস্তু হইল এই যে, আমি সরবরাহও করি। তখন আমার স্মরণ হইল যে, চৌধুরী সাহেব একটি ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত। এই চিঠিতে খোদাতায়ালা উহার সম্বন্ধে শুভ সংবাদ দান করিয়াছেন। চৌধুরী সাহেবের চিন্তার কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডে যে চাঁদা লেখাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে দুই লক্ষ পাউণ্ড তখনও আদায় করা হয় নাই। কিন্তু তাহার যে পুঁজি ছিল উহা এক জালেম কবায়ত্ব করিয়া বসিয়াছে। এবং বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হইতেছিল যে, ইহা হইতে চৌধুরী সাহেবের নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন পথ নাই। উক্ত জালেমের বক্তব্য এই ছিল যে লোকসান হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি পুঁজি আর ফেরত দিতে পারিব না। কোন কোন লোকের এই ধারণা হইয়াছিল লোকটি বাহানা তালাশ করিতেছে এবং চৌধুরী সাহেবের সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার দ্বারা একটি মোটা অংকের অর্থ নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু চৌধুরী সাহেব আশা করিতেছিলেন যে তাহার নিকট হইতে অর্থ-কড়ি পাইলে, উহা দ্বারা তিনি জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ তাহার সহিত যখন আমার শেষবারের মত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখনও এই চাঁদা আদায়ের দরুন তিনি খুবই চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। যখন আমি করাচিতে যাইতেছিলাম তখনও তিনি চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং আমাকে চুপিসারে বলিলেন যে, ইহার জন্য দোওয়া করুন, ইহা আমার উপর বড় বোঝা হইয়া চাপিয়া রহিয়াছে। অতএব উপরোক্ত স্বপ্নে আল্লাহতায়ালা যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করিয়াছেন, উহার দ্বারা এই দৃঢ় বিশ্বাসই হইল যে ইনশাল্লাহ, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁহাকে

মৃত্যু দিবেন না এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ বোঝা নামানো যায় ততদিন পর্য্যন্ত খোদাতায়ালা তাঁহাকে জীবিত রাখিবেন।

বস্তুতঃ খোদাতায়ালা তাঁহাকে অসাধারণ আয়ু দান করিলেন। অতঃপর কয়েকবারই বিপদ আসিয়াছিল এবং কয়েকবারই সংকটাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল এবং ডাক্তারগণ প্রত্যেকবারই এই কথাই বলিয়াছে যে, এখন আর বাঁচার কোন আশা নাই। কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহার স্বীয় ফজলে প্রত্যেকবারই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। অতঃপর আমার এইখানে (অর্থাৎ লণ্ডনে) আসা হইল এবং এইখানে আল্লাহতায়ালা আমাকে তৌফিক দান করিলেন যে, উপরোক্ত আটকাইয়াপড়া অর্থ, যাহা সকলে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছে এবং যাহা সম্বন্ধে সকলে বলিত যে ইহা ফিরিয়া পাওয়ার কোন আশাই নাই, উহা ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারে আমি কিছু চেষ্টা করিলাম। আমার মামাতোভাই এডভোকেট রফিউদ্দিন আহমেদকেও খোদাতায়ালা করাচি হইতে এখানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি একজন বড়ই যোগ্য উকিল এবং এই জাতীয় ব্যাপারে কিভাবে আলাপ আলোচনা চালাইতে হয়, উহা সম্বন্ধে তাহার দক্ষতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ তার কোম্পানীর মাধ্যমে যখন তিনি এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিলেন, তখন আইনগতভাবে তিনি উপরোক্ত জালেমকে এইভাবে কাবু করিয়া ফেলিলেন যে, তাহার নিকট হইতে দুইলক্ষ পাউণ্ডেরও কিছুটা অধিক অর্থ ফেরত পাওয়া গেল। এই দুইলক্ষ পাউন্ডই চৌধুরী সাহেবকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুতঃ কয়েকমাস পূর্বে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ ! কেবলমাত্র দুইলক্ষ পাউণ্ডই আমি ফিরিয়া পাই নাই, বরং ঐ ইমারত, যাহার মূল্য দুই লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী, উহাও আমার দখলে আসিয়া গিয়াছে। যেহেতু খোদা প্রদত্ত উপরোক্ত শুভ সংবাদে দুইটি বিষয়ের একত্রে বর্ণনা করা হইয়াছিল, অতএব ইহাতে আমার মনে এই প্রতিক্রিয়া হইল যে, কাজতো হইয়া গেল, সংগে সংগে কিছুটা আশংকারও সৃষ্টি হইল। কিন্তু যাহাহউক খোদা ইহার পরও তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তিনি চতুর্থ বৎসরে পদার্পন করিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত খোদা তাহাকে ডাকিয়া নেন নাই। চারি বৎসরতো পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ বৎসরে পদার্পন করার পর তৃতীয় মাসে তাঁহাকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার দিকে আহবান জানাইলেন।

তাঁহার জীবনে কয়েক প্রকারের নিদর্শন রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার কিছু প্রীতি-পূর্ণ আচরণ সরাসরিভাবে তাঁহার উপর সদা সর্বদা নাযেল হইতে থাকিত। খোদা ইহার কিছু কিছু অন্যদেরকেও দেখাইয়াছেন এবং ইহার কিছু কিছু খোদা আমাকেও দেখাইয়াছেন যে, 'আমি (আল্লাহতায়ালা) এই ব্যক্তিকে (চৌধুরী সাহেবকে) ভালবাসি। যখন আমি তাঁহার সম্বন্ধে একীনের সহিত কথা বলি তখন আমার কথার মধ্যে একীনের এই দিকটিও রহিয়াছে هو اعلم بمن اتقى যে খোদাতো তাকওয়াবলম্বী সম্বন্ধে উত্তমরূপে জানেন। খোদা যখন এই আচরণ দেখাইতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন দেখাইতে আরম্ভ করেন, তখন এই আশা করা হয় এবং এই সুধারণা পোষণ করা হয় যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার সহিত প্রেম ও ভালবাসার আচরণ করিবেন। এমতাবস্থায় তখন আমরা অন্য এক মঞ্জিলে প্রবেশ করিয়া থাকি।

আমাদের দোওয়া করা উচিৎ যেন চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেব (রাঃ)-এর উপর তাঁহার সন্তানদের উপর, তাঁহার বংশধরদের উপর, তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণের উপর এবং ঐ সকল লোকদের উপর যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, আল্লাহতায়ালা তাঁহার রহমত নাযেল করেন, আল্লাহতায়ালা যেন এইভাবেও রহমত নাযেল করেন, এবং যাহাতে তাঁহার গুনাবলী এখতেয়ার করার জন্য তিনি আমাদিগকে তৌফিক দান করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আহমদীয়া জামাততো বেদনাহত এবং এই বেদনা এক গভীর বেদনা। কিন্তু মৃত্যুর ফলশ্রুতিতে আমাদের মধ্যে অধিক সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার লক্ষনাবলী প্রকাশ পাওয়া উচিত এবং হতাশার লক্ষনাবলী প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। খোদাতায়ালার রহমত অগণিত ও সম্প্রসারিত। তাঁহার দানের দরজা কেহ বন্ধ করিতে পারে না এবং যে

সকল রাস্তায় ঐ দরজা খুলিয়া থাকে, ঐগুলিও অগণিত ও অশেষ। অতএব যদি খোদা আপনাদিগকে জাফরউল্লাহ খান (রাঃ) বানাইয়া না থাকেন, তাহা হইলে আপনারা নিজেদের সন্তানদিগকে জাফরউল্লাহ খান (রাঃ) বানানোর জন্য চেষ্টা করুন এবং আপনারা নিজেদের সন্তানদিগকে এবং তাহাদের সন্তানদিগকে এই কথা বলিতে থাকুন যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সহিত আল্লাহতায়ালার ওয়াদা রহিয়াছে যে, একটি নয়, বরং বিপুল সংখ্যায় তিনি এইরূপ গোলাম দান করিবেন যাহারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিবে, যাহারা জ্ঞান-গরিমার ময়দানে আশ্চর্য্যজনক উন্নতি লাভ করিবে এবং যাহারা বড় বড় জ্ঞানী ও দার্শনিকদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। জাতিবর্গ তাহাদের নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। একটি জাতি নয়, দুইটি জাতি নয়, বরং বিশ্বের সকল জাতি তাহাদের নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। খোদা করুন যেন বিপুল পরিমাণে এবং বার বার আমরা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে দেখি। এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন কেবল মাত্র অন্যদের মধ্যেই পূর্ণ না হয়, বরং ইহা যেন আমাদের গৃহেও পূর্ণ হয় এবং আমরা যেন আল্লাহতায়ালার ফজলের সহিত এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হইতে দেখি। আমীন!

সানী খোৎবার পর হুজুর আকদাস বলেন :—

জুমুয়ার পর হযরত চৌধুরী সাহেব (রাঃ)-এর নামাজে জানাযা হইবে। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে পদে পদে জান্নাত নসীব করুন। তাঁহারতো সব সময় এই আকাংখা ছিল যে, তিনি কখন তাঁহার প্রিয়জনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইবেন, যাহারা পরপারে রহিয়াছে। আমার মনে একটি কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু উহা খোৎবায় বর্ণনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তাহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল যে তিনি সদা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁহার মধ্যে বিন্দু বিসর্গ উত্তেজনাও সৃষ্টি হইতনা। প্রতিটি প্রাতঃকাল, প্রতিটি সন্ধ্যা এবং প্রতিটি দ্বিপ্রহরে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেন। প্রতিটি রাত্রে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেন এবং তিনি বলিতেন যে, মৃত্যুর ব্যাপারেতো আমাদের কখনো বিচলিতহ ওয়া উচিত নয়। ইহা কি এমন কোন ব্যাপার, যাহার জন্য মানুষের চিন্তান্বিত হওয়া উচিত? লোকেরা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে এবং তাহারা আমাকে উহা বলে। আমি বলি, ঠিক আছে। আল্লাহর যখন মর্জি হয়, তখন তিনি আমাকে ডাক দিবেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আমার অধিকাংশ প্রিয়জনেরাতো পরপারে বসিয়া রহিয়াছে। আমার আকাংখা এই যে, আমি যেন তাহাদের সহিত মিলিত হই। ইহাতে ভীত হওয়ার কি আছে? তাঁহার মধ্যে ছিল কামেল একীন (পরিপূর্ণ বিশ্বাস)। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সব চাইতে অধিক প্রেম ও ভালবাসা ছিল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত, ইহার পর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সহিত, ইহার পরে তাঁহার মাতার সহিত, যিনি খুবই একজন বুজুর্গ মহিয়সী মহিলা ছিলেন এবং ইহার পরে তাঁহার শিক্ষার সহিত। তাঁহারা সকলেই পরলোকে রহিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে ইহাই ছিল তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার সার কথা। হযরত চৌধুরী সাহেব (রাঃ) ছিলেন ঐ জামাতের মানুষ। তিনিতো এই জগতে থাকিয়াও এক উর্ধলোকে বাস করিতেন। অতএব আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর অগণিত রহমত নাযেল করুন। তিনিতো খুশী এবং ইনশাল্লাহ তিনি খুশী থাকিবেন। ইহাই খোদার নিকট আমাদের কামনা। আল্লাহতায়ালা শোক-সন্তপ্তগণকেও খুশী রাখুন এবং তাহাদিগকেও অনেক নেয়ামত দান করুন। আমীন!

(সমাপ্ত)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৫ইং)

অনুবাদ :—**নাজির আহমদ ভুঁইয়া**

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১লা নভেম্বর '৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) রুইয়া'তে নিজেকে হযরত আলী (রাঃ) স্বরূপে দেখেছিলেন।

উক্ত 'রুইয়া'তে সবর ও তওক্কল এবং আজিমুশ্বান সুসংবাদ সমূহের পয়গাম প্রদান করা হয়েছে।

মুমেনদের জন্য সুসংবাদ সমূহ :

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা আহযাবের ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করেন :

وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
كبيرا ۝ ولا تطع الكافرين والمنافقين
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله
وكيلا ۝

(তরজমা : "এবং মুমেনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, তারা আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে অত্যন্ত বিরাট ফজল (অনুগ্রহ) লাভ করবে। এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথায় তুমি কখনও সায় দিও না, এবং তাদের উৎপীড়ন ও ক্লেশদানকে তুমি উপেক্ষা কর, এবং আল্লাহর উপরে তওক্কল কর, এবং আল্লাহতায়ালাই কার্য সমাধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।"

অতঃপর হুজুর (আইঃ) বলেন যে, এখানে 'বাশ্বিরিল মুমেনীনা' (—'মুমেনদের সুসংবাদ দিয়ে দাও')-এর মজমুনটি বর্ণনা করছে যে, আজিমুশ্বান সুসংবাদ সমূহ সম্বন্ধে মুমেনদের জানানো হচ্ছে, সে সেগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত আছে এবং অত্যন্ত বড় ধরণের ফজল ও অনুগ্রহ আসন্ন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে যা ঘটতে দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে যে অত্যন্ত কঠোর নির্যাতন উৎপীড়ন ও ক্লেশ দান করা হচ্ছে। তারপর আবার এ সকল সুসংবাদের পাশাপাশি এ-ও বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য স্বীকার করো না এবং তাদের উৎপীড়ন ও ক্লেশাঘাতকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপরে ভরসা কর। অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এ সকল কথার মধ্যে পরস্পর কি মিল থাকতে পারে? হুজুর বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যখন খোদাতায়ালা সম্বোধন করেন, তখন এর একটি দিক বা উদ্দেশ্য তো হলো এই যে, স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সেই কথাগুলি বলা হয় যেগুলিতে বড় বড় মর্তবা বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে মুমেনদের জন্য এ পয়গাম নিহিত থাকে যে, 'তোমরা যেহেতু এরূপ আজিমুশ্বান নবীর আনসারী ও অনুগামী, সেজন্য তোমাদেরকেও উক্ত মোকাম অনুযায়ী যাচাই করা হবে। আর তারপরে তোমাদের জন্য ঐ সকল মোকাম ও মর্তবা নির্ধারণ করা হবে।

দুর্বলদের জন্য সতর্কবাণী ঃ

হুজুর বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এমনভাবে সম্বোধন করা হয় যে, তাতে এ মর্মে সতর্কবাণীও থাকে যে, বিন্দু পরিমাণও যদি তোমরা নিজেদের মোকাম ও অবস্থান থেকে বিচ্যুত হও, তাহলে দ্বীন-দুনিয়া উভয় কুল হারাবে। এরূপ ক্ষেত্রগুলিতে উক্ত পয়গাম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয় না বরং সে পয়গাম তাঁর অনুসারীদের জন্য হয়ে থাকে এবং প্রথমোক্ত পয়গামটি সবল ও দৃঢ় ঈমানদারদের জন্য হয়ে থাকে এবং অপর পয়গামটি দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হয়ে থাকে।

হুজুর বলেন, "ফাযলান কাবীরা" (-'বিরাট অনুগ্রহ') বাক্যাংশে এ শান্তনা দেয়া হয়েছে যে দুঃখ-বেদনা, বিপদ ও কষ্টের এ রাত তিরোহিত হয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য সুসংবাদ সমূহ রয়েছে।

হুজুর বলেন, পরবর্তী আয়াতে যে কাফের এবং মুনাফিকদের কথায় অনুবর্তিতা না করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষেতো এর কোন সম্ভাবনাই নেই। অতএব পূর্ববর্তী আয়াতে এ উত্তরটি পূর্বেই দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সুসংবাদ সমূহ লাভ করে এবং যার উপর 'ফাযলান কাবীরা' হয়ে থাকে সে আবার কি করে 'গায়র আল্লাহ'র (অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও) 'এতায়াত' বা আনুগত্য স্বীকার করতে পারে ? কিন্তু এতে মুমেন-দের এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, বিপদাবলী ও দুঃখ-কষ্টের এই যুগাবর্তের মধ্যেও কোন দুর্বল মুমেনের পক্ষেও এরূপ সম্ভাবনা থাকা উচিত নয় যে, সে কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য স্বীকার করে। অন্যথায় সে মানুষের পাকড়াও এবং অসন্তুষ্টির কবল থেকে মুক্তি লাভ করে আবার খোদাতায়ালার পাকড়াও এবং তাঁর অসন্তুষ্টির আওতায় পড়ে যাবে। অতএব "দায় আযাহুম ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ" অর্থাৎ—'তুমি তাদের নির্যাতন ও ক্লেশাঘাতকে উপেক্ষা কর এবং খোদাতায়ালার উপর ভরসারাখ'।

জামাত আহমদীয়া এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মক্কী জীবন ঃ

হুজুর বলেন, এমনতর অবস্থাবলীই জামাতে আহমদীয়ার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলেছে এবং এ যুগটি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কী যুগের তুল্য, যখন এক দিকে ছিল নির্যাতন ও ক্লেশাঘাতের একশেষ; আর অন্যদিকে সম্পূর্ণ নীরবতা।

এরপর হুজুর (আইঃ) সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কী-জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর অত্যন্ত স্বকরুণ বর্ণনা দা করেন যে তাঁর (সাঃ) জীবনের মক্কী যুগটিতে দুঃখভরা বছরগুলি কিভাবে একটির পর আর একটিতে প্রবেশ করতে থাকে। আর এমনি ধারায় সর্বাপেক্ষা অধিক ও কঠিনতম দুঃখ-কষ্ট তিনিই বরণ করেন। তারপর হুজুর বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, এত দুঃখ-যাতনা সত্বেও এবং এত দীর্ঘ স্থায়ী বিপদাবলী সত্বেও মক্কী জীবনে "মাতা নাসরুল্লাহে" (—আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে')-এর একটি ধ্বনিও উত্থাপিত হয় নাই, একটি ব্যক্তিও খোদাতায়ালার নিকট অভিযোগ করে নাই। তওক্কল ছিল পাহাড় অপেক্ষাও অটল ও অবিচল।

হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়াও তদ্রূপ নমুনা ও দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করেছে। কিন্তু কোন কোন দুর্বল স্নায়ু বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে ফেলে যে 'এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে চলেছে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে ক্রমাগত গালিগালাজ করা হচ্ছে কিন্তু খোদাতায়ালা জালেমদেরকে পাকড়াও করলেন না !' হুজুর বলে, এরা চিন্তা করে না যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আকা ও প্রভু (সাঃ) এবং আমাদের সকলের আকা ও প্রভু (সাঃ)-এর নিজের কি অবস্থা ছিল ? কিরূপে তাঁকে দুঃখ-যাতনা দেয়া হয়েছে ? কিন্তু এখানে সামান্য একটু কষ্ট হলেই উক্ত শ্রেণীর লোকেরা অভিযোগ ও অনুযোগ শুরু করে দেয় এবং বলে যে খোদাতায়ালা কেন গয়রাত দেখান না ? হুজুর বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষাও কি অন্য কারও জন্য খোদাতায়ালা অধিক গয়রাত রাখেন ?

সবর ও তওক্কল এবং সুসংবাদসমূহের পয়গাম ঃ

হুজুর বলেন, 'অতএব এক বছর বা দু'বছর অথবা তিন বছর—যত বছরই খোদা-তায়ালার তকদীরে নির্দিষ্ট থাকুক না কেন, তাতে রাজী (সন্তুষ্ট) থাকুন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে সবর শিখুন, তাঁর নমুনা গ্রহণ করুন এবং তওক্কল করুন। অবিকল অনুরূপ এলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর নাযেল হয়েছে এবং এরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে হয়েছে যখন তিনি নিজেকে হযরত আলী (রাঃ)-এর স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেন। [কাশফ সহ এলহামটি নিম্নরূপ :

"৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং, আর একটি 'রুইয়া' (দিব্য দর্শন) দেখিলাম। দেখিতেছি যে আমি হযরত আলী (কররমাল্লাহু ওয়াজহাহু) হইয়া গিয়াছি অর্থাৎ স্বপ্নে এরূপ অনুভব করি যেন তিনিই আমি। বস্তুতঃ স্বপ্নের আশ্চর্যজনক বিষয়াবলীর ইহাও অন্যতম যে কোন কোন সময় এক ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তি হিসাবে মনে করিয়া থাকে। সুতরাং তখন আমি মনে করিতেছি যে আমিই আলী মোর্তজা। এবং ঘটনা এইরূপ যে, খারেজী-দের একটি দল আমার খেলাফতের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে অর্থাৎ ঐ দলটি আমার খেলাফতের বিষয়কে রোধ করিতে চায় এবং উহাতে ফেৎনা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করিতে তৎপর। তখন আমি দেখিলাম যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার পার্শ্বে বিরাজমান আছেন, এবং স্নেহ ও মহত্ব ভরে তিনি আমাকে বলেন :

يا على دعهم وانصارهم وزراعتهم

অর্থাৎ, "হে আলী! ইহাদিগ হইতে ও ইহাদের সাহায্যকারীদিগ হইতে এবং ইহাদের শস্য-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড় ও ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর এবং ইহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।" এবং আমি অনুধাবন করিলাম যে এই ফেৎনা ও বিশৃংখলার সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে সব্‌র ও ধৈর্যধারণ করিতে বলেন এবং উপেক্ষা করিবার জন্য তাকিদ করেন, এবং বলেন যে "তুমি সত্য ও হক পথে আছ। কিন্তু ইহাদের সহিত বাক্যব্যয় না করাই উত্তম।" উল্লিখিত 'শস্য-ক্ষেত্র' দ্বারা মৌলবীদের অনুসারীবৃন্দের ঐ দলটিকে বুঝায়, যাহারা তাহাদের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত এবং যাহাদিগকে তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে।

অনন্তর, আমার আত্মা এলহামের দিকে চলিয়া গেল এবং এলহাম অনুযায়ী খোদা-তায়ালা আমার উপর প্রকাশ করিলেন যে, কোন এক বিরুদ্ধবাদী আমার সম্বন্ধে বলিতেছে :

ذرونى اقتل موسى

অর্থাৎ, 'মুসাকে (অর্থাৎ এই অধমকে) হত্যা করিবার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দাও।" এই স্বপ্নটি রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় দেখিয়াছিলাম এবং ভোরে বুধবার ছিল।

ফা-আলহামদু লিল্লাহে আলা যালেক।" (আইনায়ে-কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২১৮-২১৯ টীকা দ্রষ্টব্য এবং তাযকেরা, পৃঃ ২০৮-২০৯) —অনুবাদক]।

এ কাশফ বা দিবাদর্শনটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্থ খেলাফৎ-কালে অনুরূপ একটি সময় আসার ছিল। কেননা ইহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এরই যুগ। তাঁকে (আঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর স্বরূপে দেখানো, আর তারপর উক্ত এলহামটি হওয়া প্রমাণ করে যে তাঁকে এই সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, তোমার জামানায় যখন চতুর্থ খেলাফৎ-কাল হবে, তখন অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটবে। তারপর অনিবার্যভাবে তোমাদেরকে সবর করতে হবে এবং অনিবার্যভাবে তওক্কল সহকারে কাজ করে যেতে হবে। আর তোমরা যদি তখন তদ্রূপ কর, তা'হলে 'কাফা বিল্লাহে ওয়াকীলা'—তোমরা আল্লাহতায়ালাকে উত্তম কার্য-নির্বাহক হিসাবে লাভ করবে। তাঁর থেকে উত্তম কোন অস্তিত্ব নাই যাঁর উপর তওক্কল বা ভরসা করা যেতে পারে। আর এরাই হলো ঐ সকল লোক যাদের জন্য সুসংবাদ অবধারিত। "ওয়া বাশ্বিরিল মুমেনীনা বে-আন্না লাহুম মিনা-ল্লাহে ফাযলান কাবীরা" অর্থাৎ—'হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এই সকল মুমেনকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য অত্যন্ত মহান ফজল বা অনুগ্রহ খোদাতায়ালার হুজুরে নির্দিষ্ট (মুকাদ্দার) আছে।'

অতএব, হযরত অকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুমিনদেরকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, সে সুসংবাদই তাঁর প্রকৃত নিষ্ঠাবান গোলাম, তাঁর কামেল ও পরিণত দাস ও মহামান্বিত রুহানী সন্তান হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে খোদাতায়ালা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে প্রদান করেছেন। সে সুসংবাদ আমিও আপনাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি:

'সবরকারীদের সবরকে কখনও বিনষ্ট হতে দেয়া হবে না। তওক্কলকারীগণ তাদের খোদাকে সর্বোত্তম কার্য-নির্বাহক হিসাবে পাবে! অতএব হিম্মত ও সাহসিকতা, সবর ও ধৈর্য এবং তওক্কল ও দোওয়ার সহিত এ সময়টি অতিবাহিত করুন। তবে অবিচল বিশ্বাস ও দৃঢ় একীন রাখুন যে আল্লাহতায়ালা যে সকল সুসংবাদ আপনাদের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলি অবশ্য-অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এবং 'ফাজলে কাবীর' ('অতি মহান ঐশী অনুগ্রহ') আপনাদের জন্য অপেক্ষামান রয়েছে।"

(লণ্ডন হতে প্রকাশিত, সপ্তাহিক 'আল-নসর' ১লা নভেম্বর '৮৫ইং থেকে অনুদিত)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছাকে বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ পৃঃ ২৯)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

নিখিল ভারত খোদ্দামুল আহমদীয়ার

কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে

পবিত্র পয়গাম

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ)

(১৮ই অক্টোবর '৮৫ইং কাদিয়ান, ভারত)

ভারতের প্রিয় আহমদী যুবক ও প্রীতিভাজন কিশোরগণ !

আস-সালামু-আলাইকুম ওয়া রাহ্মতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ইহা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, খোদ্দামুল আহমদীয়া, ভারতের অষ্টম এবং আতফালুল আহমদীয়ার সপ্তম বার্ষিক ইজতেমা ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর, ৮৫ইং অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

খোদ্দামেরা হলো উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতিনিধিবৃন্দ। অতএব আমি দোওয়া করি, আমার পেয়ারা খোদা যেন এই কেন্দ্রীয় ইজতেমাটিকে আহমদী যুবক ও কিশোরদের মধ্যে নুতন সংকল্প, নুতন এরাদা ও ইচ্ছা-কামনা এবং নুতন সাহস ও উদ্দীপনা সৃষ্টির কারণ করেন এবং ভারতের কোটি কোটি সদচেতা ব্যক্তি-যারা শত শত বছর যাবৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বত ভরা শান্তির পয়গামের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে তারা সকলেই যেন অতি সত্বর 'রহমতুল্লিল-আলামীনে'র পতাকার নীচে সমবেত হয়। আমীন !

মৌলিকভাবে আমার পয়গাম এই যে, খোদ্দাম ও আতফালের (আহমদী যুবক ও কিশোরদের) আন্তর্জাতিক সংগঠণ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফয়েয ও বরকত, কল্যাণ ও আশিসের যে মহা স্রোতস্বিনী তাঁর কামেল পয়রবী ও গোলামীর বদৌলতে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে জারী হয়েছে তা যেন প্রতিটি বংশধরের মধ্যে কিয়ামতকাল ব্যাপী সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের এবং সেলসেলা আহমদীয়ার অন্যান্য বুজুর্গদের ঐতিহ্য সমূহ সদা জীবিত ও অম্লান থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"চিন্তা করিয়া দেখুন, তেরশত বৎসরে নবুয়তের 'মিনহাজ' বা পদ্ধতিতে পর্যবসিত এরূপ যুগ আর কাহারা লাভ করিয়াছে ? এই যুগে আমাদের যে জামাত সৃষ্টি করা হইয়াছে, বিবিধ কারণে এই জামাত সাহাবা কিরাম (রাঃ) এর সহিত সাদৃশ্য রাখে। তাহারা মোজেযা ও ঐশী-নিদর্শনাবলী ও নিত্য-নতুন ঐশী-সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা আলো লাভ করিয়া থাকেন, যেরূপে সাহাবীগণ লাভ করিতেন। তাহারা খোদাতায়ালার পথে মানুষের হাসি-বিদ্রূপ, অভিসম্পাত, গালি-গালাজ এবং আত্মীয় সম্পর্ক বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম মনোঃকষ্ট ও যাতনাঘাত সহিয়া থাকেন, যেরূপ সাহাবা কিরাম (রাঃ) সহিতেন। তাহারা খোদাতায়ালার উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শন ও স্বর্গীয় সাহায্যাবলী এবং হিকমাত ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দ্বারা পবিত্র জীবনের অধিকারী হইয়া চলিয়াছেন, যেরূপে

যেরূপ সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর স্বভাব ও চরিত্র ছিল। ইহারা খোদাতায়ালার প্রতিষ্ঠিত জামাত, যাহাদিগকে খোদাতায়ালা নিজে প্রতিপালন ও রক্ষণবেক্ষণ করিতেছেন এবং দৈনন্দিন তাহাদের অন্তঃকরণকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করিয়া চলিয়াছেন এবং ঈমানের হিকমাত ও শক্তিতে পরিপূর্ণ ও বলিয়ান করিয়া তুলিতেছেন; তাহাদিগকে আসমানী নিদর্শনাবলী দ্বারা নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া চলিয়াছেন। মোট কথা, এই জামাতের মধ্যে ঐ যাবতীয় আলামত ও লক্ষণাবলী বিদ্যমান, যাহা وآخرين منهم لما يلحقوا بهم [অর্থাৎ, এবং সাহাবীদেরই অন্তর্ভুক্ত পরবর্তীগণের মধ্যেও যাহারা এখনও সাহাবার সহিত আসিয়া মিলিত হন নাই, আল্লাহ্‌ এই রসূল (সাঃ)-কে তথা তাঁহার কামেল বুরূজ বা আত্মিক প্রতিবিম্ব ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রেরণ করিবেন, (সূরা জুমুয়া, ১ম রুকূ)—অনুবাদক]—আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, এবং জরুরী ছিল যে, খোদাতায়ালার উক্ত ফরমান একদিন অবশ্যই বাস্তবায়িত হইতো।" (আইয়ামুস সুলাহ্‌' পৃঃ ৭২-৭৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের রঙে রঙীন হওয়ার জন্য জরুরী যে প্রত্যেক আহমদী কিশোর যেন ঐ সকল সত্যিকার ও পবিত্র আখলাক ও চারিত্রিক গুণাবলীকে আয়ত্ত ও নিজের মধ্যে রূপায়িত করে, যেগুলি এলাহী জামাত সমূহের জাতীয় প্রতীক হয়ে থাকে, এবং সৈয়াদনা ও মাওলানা হযরত আকদাস খাতামাল-আম্বিয়া মোহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত যেন সে এরূপ 'প্রেমিক ও তত্ত্বদর্শী সুলভ সম্পর্ক' স্থাপন করে যে তাহার অন্তরে যেন হুজুর পাক (সাঃ)-এর প্রেম ও প্রতাপের সিংহাসন স্থাপিত হয়। যেমন, সৈয়াদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন মুসলেহ মওউদ (রাঃ) নিজ সম্পর্কে বলেছেন:

"তিনি (সাঃ) আমার প্রাণ; তিনি আমার অন্তঃকরণ। তিনি আমার বাসনা। তিনি আমার কাম্য। তাঁহার গোলামী আমার জন্য সম্মান ও সম্ভ্রমের কারণ এবং তাঁহার পাদুকা বহন আমার নিকট রাজ-সিংহাসনের চেয়ে শ্রেয় বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার গৃহের ঝাড়ু বরদারীর মোকাবেলায় সপ্ত মহাদেশের বাদশাহীও তুচ্ছ। তিনি হলেন খোদাতায়ালার প্রিয়, তাই কেন আমি তাঁকে ভালবাসবো না?! তিনি খোদাতায়ালার মাহবুব, তাই কেন তাঁকে আমি মহব্বত করবো না? তিনি খোদাতায়ালার সান্নিধ্যভাজন। তাই কেন আমি তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ করবো না? আমার অবস্থা হলো হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নিম্নরূপ পংক্তিদ্বয়ের প্রতিচ্ছবি:

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم - گر کفر این بود بخدا سخت کافرم

(অর্থাৎ—"খোদার পরে পরে আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর, ইহা যদি কুফর হয়ে থাকে, তা'হলে আমি শক্ত কাফেরই বটে।")

(হাকীকাতুন-নবুয়াত পৃঃ ১৮৬)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) সারা জামাতকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন:

"তোমাদের ঈমান তো এরূপ হওয়া উচিত যে, দশ কোটি বাদশাহ-ও যদি তোমাদেরকে এসে বলে, 'আমরা তোমাদের জন্য বাদশাহী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। তোমরা শুধু আমাদের

একটি কথা মেনে নাও, যা কিনা ইসলাম বিরোধী, তাহলে তোমরা সে দশ কোটি বাদশাহকে বলে দাও, "আক্ষেপ তোমাদের এই কর্মের প্রতি ; আমি তো মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি কথার মোকাবিলায়ও তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের বাদশাহীকে পাদুকাঘাতও করি না।" (আল-ফজল, ৩০শে জুন ১৯৪২ ইং পৃঃ ৬)

হে আমার প্রিয়গণ ! বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা এই যে, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন 'দায়ী ইলাল্লাহ' হয়ে যান এবং নিজের জীবনকে মানবতা, ইসলাম ও তামাম জাহানের মুসলমানদের খেদমত ও সেবার উদ্দেশ্যে কার্যতঃ উৎসর্গ করে দেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

"আমি নিজে এই পথের অভিজ্ঞতা রাখি। এবং কেবল আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে আমি ইহার লজ্জত ও আস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকি। আমি এই আশা ও আকাঙ্খা রাখি যে, আল্লাহতায়ালার পথে জীবন 'ওয়াক্‌ফ' (উৎসর্গ) করিবার উদ্দেশ্যে যদি মারা যাওয়ার পর আবার জীবিত হই এবং আবার মারা যাই এবং আবার জীবিত হই, তাহাহইলে প্রতিবার আমার আগ্রহ ও উদ্দীপনা অধিকতর আস্বাদের সহিত বাড়িয়াই যাইতে থাকিবে।

যেহেতু আমি অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, (সেজন্য) এই 'ওয়াকফ'-এর ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যদি আমাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, এই 'ওয়াকফে' কোন সওয়ার ও উপকার (পুরস্কার) নাই বরং দুঃখ ও কষ্ট হইবে,' তথাপি আমি ইসলামের খেদমত হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। তাই আমি ইহা আমার কর্তব্য মনে করি যে, আমার জামাতকে ওসিয়ত করি এবং এ কথাটি পৌঁছাইয়া দিই। ভবিষ্যতে প্রত্যেকের অভিরুচী, সে ইহাতে কর্ণপাত করুক বা না করুক। যদি কেহ নাজাত বা পরিত্রাণ কামনা করে এবং 'হায়াতে তৈয়েবা' এবং চিরস্থায়ী জীবনের অভিলাষী হয়, তাহা-হইলে সে যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবন ওয়াক্‌ফ করে এবং প্রত্যেকে যেন এই চিন্তা ও প্রচেষ্টায় অত্মনিয়োজিত হয় যে, সে যেন এই দর্জা ও মর্তবাকে লাভ করিতে পারে এবং বলিতে পারে যে, 'আমার জীবন, আমার মরণ, আমার কোরবাণীসমূহ এবং নামায ও ইবাদত কেবল আল্লাহরই উদ্দেশ্যে" এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় তাহার আত্মা যেন বলিয়া উঠে, اسلمت لرب العالمين (—আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছি)। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদাতায়ালার মধ্যে আত্ম-হারা না হয়, খোদাতায়ালার মধ্যে আত্মবিলীন না হয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নবজীবন লাভ করিতে পারে না।

অতএব, তোমরা যাহারা আমার সহিত সম্পর্ক যুক্ত, তোমারা দেখিতেছ যে, আমি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে জীবনোৎসর্গকে আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কাজেই তোমরা নিজেদের দিকে তাকাও যে তোমাদের মধ্যে কত জন আমার এই কাজটিকে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে জীবনোৎসর্গকে প্রিয় জ্ঞান করে।"

(মালফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৯৯-১০০)

তিনি আরও বলেন ঃ

"যদি তোমরা প্রকৃতই নাফ্‌সের দিক দিয়া মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাইবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হইবেন। যে গৃহে তোমারা বাস করিবে তাহা আশিসপূর্ণ হইবে। তোমাদের গৃহের প্রাচীরগুলিতে খোদার রহমত অবতীর্ণ হইবে, এবং সেই শহর আশীর্বাদে পূর্ণ হইবে যে শহরে এমন ব্যক্তি বাস করিবে। যদি তোমাদের জীবন, তোমাদের মৃত্যু, তোমাদের প্রত্যেক

ক্রিয়া, তোমাদের নম্রতা, তোমাদের কঠোরতা কেবলমাত্র খোদার জন্য হয় এবং প্রত্যেক বিষাদ ও বিপদকালে তোমরা খোদাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত না হও এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না কর, বরং সম্মুখে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমরা খোদার একটি বিশেষ জাতিতে পরিণত হইবে।" (আল-ওসিয়ত, পৃঃ ১২)

ভারতবর্ষে হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ), হযরত মঈন উদ্দীন চিশ্‌তি (রহঃ), হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ), হযরত শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌ মুহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) এবং অপরাপর মহান আওলিয়া যে ইসলামের আলো ছড়িয়েছিলেন, তা ছিল কেবল জীবনোৎসর্গেরই ফলশ্রুতি, এবং মানব হৃদয়কে যেহেতু কেবল আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর ফেরেস্তারাই পরিবর্তন করতে পারেন, সেজন্য তাঁরা দোওয়া থেকে একমুহূর্তও গাফিল হতেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের দোওয়া খোদাতায়ালার ফজলকে আহরণ ও আকর্ষণ করে এবং তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ কিরামত ও অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপ হাতিয়ার বা অস্ত্র খোদাতায়ালা আপনাদেরকে প্রদান করেছেন। ইহার প্রয়োগ করুন এবং বার বার প্রয়োগ করুন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রখি যে, يدخلون في دين الله افواجا (অর্থাৎ—"তাহারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হইবে")-এর দৃশ্য আপনারা নিজ চোখে দেখতে পাবেন। যখন আপনারা নিজেদের দিক থেকে প্রচেষ্টা ও দোওয়াকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়ে দিবেন, তখন খোদাতায়ালার ফজল পূর্বাপেক্ষা মুষলধারে বর্ষিত হতে শুরু হয়ে যাবে। এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী রূহানী প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনা যে আজ অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়, তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবে। কুরআন মজীদ সারা জগতের জীবন-বিধানের মর্যাদা লাভ করবে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা খাতামাল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিশ্বের প্রতিটি জাতি নিজেদের 'পেশ্‌ওয়া' ও নেতা হিসাবে স্বীকার করবে এবং 'খানা-এ-কাবা' পরিশেষে সকল মানব জাতির একমাত্র এবং চিরস্থায়ী মরকজ ও কেন্দ্র হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে এহেন আন্তর্জাতিক ইজতেমার কার্যকরী অভিব্যক্তি ও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাতের যাবতীয় ইজতেমা বা সম্মেলনসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এগুলির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রতিটি খাদেম ও তিফলের উচিত উক্ত লক্ষ্যটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। বরং ইহাকে নিজেদের হৃদয়ে অঙ্কিত করা।

আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে ইহার তওফীক দিন। আমীন! সৈয়্যেদনা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"দেখ, সেই জামানা চলিয়া আসিতেছে বরং অত্যাসন্ন যখন খোদাতায়ালা এই সিলসিলাকে জগতে অত্যন্ত বরণীয় করিয়া তুলিবেন ও ছড়াইয়া দিবেন এবং এই সিলসিলা পূর্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিন তথা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করিবে এবং জগতে ইসলাম বলিতে একমাত্র এই সিলসিলাকেই বুঝাইবে। এই সকল কথা মানুষের কথা নয়; এগুলি হইলো সেই খোদাতায়ালার ওহী, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।" (তোহফা গোলড়ভীয়া, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৫৪)

তারপর তিজরী পনের ও ষোল শতাব্দীকালে জগতে আহমদীয়াতের নকশা অঙ্কন করে বলেন ঃ

"যদি কেহ মারা যাওয়ার পর ফিরিয়া আসিতে পারিত তাহা হইলে সে দুই/তিন শতাব্দীর পর দেখিয়া লইতো যে, সারা জগৎ আহমদী জাতিতে সেইরূপ পরিপূর্ণ, যেরূপ সমুদ্র জলবিন্দুরাশিতে ভরপুর হইয়া থাকে।" (মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াএত সমূহ, তাশহীযুল-আযহান, জানুয়ারী ১৯১৩, পৃঃ ৩৯)

ওয়াসসালাম—

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ রাবে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর — ৫)

৫। যুগে যুগে ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ঃ

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনের হেফাজত বা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ

"ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্নালাহু লাহাফেজুন।"

অর্থ ঃ—"আমারই এই যিকর (পবিত্র কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহা সংরক্ষণ করিব।" (সূরা হিজর ঃ ১০)।

পবিত্র কুরআনের এই হেফাজত বা সংরক্ষণ-জনিত ঐশী-প্রতিশ্রুতির দুটি দিক রয়েছে—(ক) আক্ষরিক এবং বাহ্যিক সংরক্ষণ অর্থাৎ সূরা ফাতেহা' হতে শেষ সূরা আন-নাস' পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন করীম অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং (খ) সেই সংগে পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও প্রচারের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ঐশী-পরিকল্পিত ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত বাহ্যিক সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রধানতঃ তিন প্রকারে পূর্ণতালাভ করে চলেছে—(১) 'হাফেজে কুরআন' বা কুরআনের মুখস্থকারীদের মাধ্যমে, (২) নামাযীদের মাধ্যমে এবং কুরআন করীমের নানাভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে, (৩) পবিত্র কুরআনের আবির্ভাবের যুগ হতে শুরু করে ক্রমোন্নত মুদ্রণ পদ্ধতিতে পুস্তকাকারে সংরক্ষণের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য যে পবিত্র কুরআন ব্যতিত পৃথিবীতে অন্যকোন ধর্মগ্রন্থ অথবা অন্য কোন প্রকার পুস্তক নাই যা যুগ যুগ ধরে মুখস্থকারীগণ কন্ঠস্থ করে চলেছে অথবা সংরক্ষিত হওয়ার এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যার মধ্যে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের যুগপৎ সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সত্যতার সমুজ্জল সাক্ষ্য এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সন্দেহাতীত প্রমাণও বটে।

দ্বিতীয়তঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক সংরক্ষণের সংগে সংগে উহার মূল উদ্দেশ্য তথা ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার ব্যবস্থার সংরক্ষণের নিশ্চয়তাও উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ঐশী প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্র কুরআনের মহান উদ্দেশ্যাবলী শুধু উহার আক্ষরিক এবং বাহ্যিক সংরক্ষণের দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহতায়ালা এই মহা-গ্রন্থের বাহ্যিক সংরক্ষণের জন্য এমন নিখুঁত ব্যবস্থা করেছেন, সেইজন্য উহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সংরক্ষনের জন্যও নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করেছেন। তাই উপরোক্ত আয়াতে হেফাজতের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার অর্থ হলো বাহ্যিক তথা আক্ষরিক এবং অভ্যন্তরীণ তথা শিক্ষা-মূলক যুগপৎ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি। বাহ্যিকভাবে যেমন নানাভাবে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে চলেছে, আভ্যন্তরীনভাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও প্রচারের জন তেমনিভাবে যুগের প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী খলিফা, যুগ-সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে চলেছে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা সূরা নূরের (৭ম রুকু) 'আয়াতে এস্তেখলাফ'-এর আলোকে খেলাফত সম্পর্কিত ঐশী-প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছি। এখন আমরা মোজাদ্দিদ বা যুগ-সংষ্কারকের আবির্ভাবের ঐশী-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সূরা হিজরের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ একটি সহী হাদীসের উল্লেখ করবো। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ—

"ইন্নাল্লাহা ইয়াবআছুলে-হাজেহিল উম্মাতে আলারাসে কুল্লে মিয়াতে সানাতিম মাই-ইউজাদ্দেদু লাহা দীনাহা।"

অর্থঃ—"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।" (আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীতে যথাযথ ধর্মীয় সংস্কারের জন্য মোজাদ্দিদের আগমন পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সৌন্দর্যের হেফাজতের ঐশী-ব্যবস্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। বাস্তবক্ষেত্রে এই ঐশী-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে বিগত শতাব্দীগুলিতে মোজাদ্দিদ বা ধর্ম-সংস্কারকরূপে আগমন করেছেন :—. (১) হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ). (২) হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং হযরত আহমদ বিন হাম্বল (রাহঃ). (৩) হযরত আবু শরাহ (রহঃ) এবং হযরত আবুল হাসান আশআরী (রহঃ), (৪) হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ নেশাপরী (রহঃ) এবং হযরত কাজী আবু বকর বাকালানী (রহঃ), (৫) হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ), (৬) হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ). (৭) হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এবং হযরত খাজা মইনউদ্দিন চিশতী (রহঃ). (৮) হযরত হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) এবং হযরত সালেহ বিন ওমর (রহঃ), (৯) হযরত ইমাম সিউতি (রহঃ). (১০) হযরত ইমাম মোহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহঃ), (১১) হযরত মোজাদ্দিদ আলফে সানী আহমদ সারহিন্দি (রহঃ). (১২) হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এবং (১৩) হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ)। (নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'হুজাজুল কিরামাহ,' পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৯ দ্রষ্টব্য এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত)।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ সম্বন্ধে উপরোক্ত 'হুজাজুল কিরামাহ' (হিজরী ১২৯১ সনে প্রকাশিত) পুস্তকটিতে প্রথম তের শতাব্দী পর্যন্ত আগমনকারী মুজাদ্দিদগনের তালিকা প্রদানের পর নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে (অনুবাদ):

"চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ণ দশ বছর বাকী আছে। যদি মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইতিমধ্যে যাহির হন, তাহলে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ হবেন।" (হুজাজুল কিরামাহ ; পৃষ্ঠা-১৩৯)।

বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনের সুরা হিজরের উপরোক্ত আয়াত এবং আবু দাউদ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী বিগত তের শত বছর ব্যাপী পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী মোজাদ্দিদ কে? সমসাময়িক ইতিহাস এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে ঐশী-সমর্থিত মোজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেন নাই। তিনি ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৮৯ খৃঃ মোতাবেক হিজরী ১৩০৬ সনে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান

যুগের প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় সংস্কারের ব্যাপকতা এবং অন্যান্য ঐশী প্রতিশ্রুতি সমূহের (যেগুলি সম্বন্ধে অন্যত্র উল্লেখ করেছি) প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করেছেন মুজাদ্দিদরূপে, ইমাম মাহদীরূপে এবং প্রতিশ্রুত মসীহরূপে।

পবিত্র কুরআনের সূরা হিজরের অন্য আয়াতে, সূরা ফুরকান এবং সূরা বুরুজে রূপক ভাবে উপরে বর্ণিত ধর্মীয় সংস্কার ও পুনর্জীবনের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা হিজরে বলা হয়েছে:

"ওয়ালাকাদ জায়ালনা ফিস সামায়ে বুরুজাঁও ওয়া জাই-ইয়ালনাহা লিন্নাজেরীন। ওয়া হাফেজ নাহা মিন কুল্লে শায়তানির রাজিম।"

অর্থ:—"এবং আমরা নিশ্চয়ই আকাশে নক্ষত্রমালার সৌধ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে দর্শনকারীদের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি। এবং আমরা ইহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা করিয়াছি।" (আল-হিজর: ১৭-১৮)।

সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে:—

"তাবারাকাল্লাজী জায়ালা ফিস-সামায়ে বুরুজাঁও ওয়াজায়ালা ফিহা সিরাজাঁও ওয়া কামারাম মুনীরা।"

অর্থ:—"তিনি (আল্লাহ) বরকতময় যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশে নক্ষত্রমালার সৌধ এবং সেখানে স্থাপন করিয়াছেন একটি আলোক বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ এবং একটি চন্দ্র।" (আল-ফুরকান: ৬২)

সূরা বুরুজে বলা হয়েছে:

"ওয়াস সামায়ে জাতিল বুরুজ। ওয়াল ইয়াওমিল মাওউদ। ওয়া শাহেদেঁও ওয়া মাশহুদ।"

অর্থ:—"সেই আকাশের শপথ যাহাতে নক্ষত্ররাজির সৌধ রচিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুত দিবসের শপথ এবং সেই ব্যক্তির যিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তির শপথ যাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।" (আল-বুরুজ: ২-৩)

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পার্থিব জগতের সৃষ্টির সংগে আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টির সাদৃশ্য সম্পর্কে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে উপরে উল্লিখিত সূরাগুলির আয়াতসমূহে আকাশ-মণ্ডলে সূর্য, তারকারাজি এবং চন্দ্র সৃষ্টির বর্ণনা এই সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, আধ্যাত্মিক জগতেও অনুরূপভাবে সূর্য, নক্ষত্ররাজি এবং চন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ: (ক) পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আলোকময় সূর্য (সিরাজাম মুনীরা) বলে উপমা দেওয়া হয়েছে (সূরা আহযাব ৪৭); (খ) নক্ষত্র-মালার সৌধ (আল-বুরুজ) দ্বারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ এবং তাঁর বিশেষ অনুসারী সত্য-সাধকদের বুঝানো হয়েছে যাঁদের মধ্যে যুগ-মোজাদ্দিদগণ অন্তর্ভূক্ত

রয়েছেন (বিশেষভাবে প্রতিশ্রুত যুগ--মুজাদ্দিদগণের আবির্ভাব ঘটেছে); (গ) তারপর প্রতিশ্রুত যুগে (ইয়াওমিল মাওউদ) আধ্যাত্মিকতার আকাশে পূর্ণ চন্দ্ররূপে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব অবধারিত।

উল্লেখ্য যে, নক্ষত্রমালা এবং চন্দ্রের দ্বারা যেমন পার্থিব জগত সুসজ্জিত এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য (বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ), নক্ষত্র-রাজী (অতীতের নবী রসুলগণ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের মুজাদ্দিদ-গণ) এবং পূর্ণচন্দ্র (চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাব) দ্বারা আধ্যাত্মিক পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এই উপমা (simile) স্পষ্টতর হয়েছে সূরা হিজরের উপরোক্ত ১০ এবং ১৮ নম্বর আয়াতদ্বারা। উক্ত সূরার ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা যেখানে "পবিত্র কুরআনকে রক্ষা করিবে" (লাহাফিজুন) বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে ১৮ নম্বর আয়াতে "আকাশ মন্ডলীকে রক্ষা করিব" (ওয়া হাফেজ নাহা) বলে উল্লেখ করেছেন। তাই এই উপমা আধ্যাত্মিক জগত এবং পার্থিব জগতের পরিকল্পনাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এই মহা-পরিকল্পনার মধ্যে চতুর্দশী চন্দ্রের উপমাকে পূর্ণ করার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব অপরিহার্য। আরো লক্ষ্যণীয় যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোকেই সে আলোকিত হয়ে রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করে। তাই ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (সাঃ) নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন নাই, তিনি ইসলামের সূর্য হযরত মুহাম্মদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোককেই জগদ্ব্যাপী পুণঃপ্রকাশিত ও পুনর্জীবিত করার উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা এটাই--যা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অন্য কোন পথ বা পন্থায় এ যুগে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার কোন ঐশী-প্রতিশ্রুতি নেই। (ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

সন্তান তওল্লাদ

বিগত ২২শে অক্টোবর ১৯৮৫ রোজ রবিবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব সুলতান আহমদ সাহেবকে আল্লাহতায়ালা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন যেন আল্লাহতায়ালা নবজাতকে দীর্ঘজীবি ও খাদেমে দ্বীন করেন (আমীন)।

শুভ বিবাহ

১। বিগত ৩রা জানুয়ারী ৮৬ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের সেকান্দর মিয়া সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব মোবারক আহমদ (ইন্টু) এর সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উত্তর আহমদীপাড়া নিবাসী জনাব আবদুল আজীজ খান সাহেবের কন্যা মোসাম্মত ইয়াছমিন বেগমের শুভ বিবাহ ১৪ ৯৯৯ (চৌদ্দ হাজার নয় শত নিরানব্বই) টাকা দেন মোহরানায় সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

২। গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং তারিখে ঘাটুরা নিবাসী মরহুম জনাব আবদুল জলিল মিয়য়া সাহেবের পুত্র জনাব আবুল ফয়েজ সাহেবের সহিত উত্তর আহমদী পাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব আছির উদ্দিন আহমদ (ধনু মিয়া) সাহেবের তৃতীয় কন্য মোসাম্মাৎ নিলুফা বেগমের শুভ বিবাহ ৫০০১ (পাঁচ হাজার এক) টাকা মোহরাণায় সম্পন্ন হয়।

উভয় বিবাহের বা বরকত খেদমতে দ্বীনি, দুনিয়াবী ও রুহানী উন্নতির জন্য দোওয়া করিবেন।

সংবাদ সংকলন—

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী

(ন্যাশনাল মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ)।

সংবাদ ঃ

বিশ্বনন্দিত প্রথম মুসলিম পদার্থ বিজ্ঞানী নোবেল বিজয়ী প্রফেসার আবদুস সালামের ঢাকা আগমন

"সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জয়ের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করুন।"

—প্রফেসার সালাম

বিশ্বনন্দিত প্রথম মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসার আবদুস সালাম সাহেব এক সংক্ষিপ্ত সফরে গত ৭ই জানুয়ারী '৮৬ সকাল ১০-৫৫ মিঃ ঢাকা আগমন করেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-১ মোহতারম ভিজির আলী সাহেব, নায়েব আমীর-২ মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব, সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সেক্রেটারী ওসিয়ত মোহতারম তবারক আলী সাহেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিজ্ঞানীকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে বিমান-বন্দরে তাঁকে মাল্যভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ সাইন্স একাডেমীর সভাপতি ডঃ এম ও গনি সাহেবসহ দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ সালাম সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

এই দিন বিকালে তিনি বাংলাদেশ সাইন্স একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত স্বর্ণপদক বিতরণী অনুষ্ঠানে দেশের তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণায় অবদানের জন্য ১৯৮৫ সালের একডেমীর স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত স্বাভাবসিদ্ধ অবস্থায় সর্ব প্রথমে তাশাহুদ তায়াওউজ ও তাসমিয়া পাঠের পর তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, কোন মুল্য দিয়েই কোন দেশের পক্ষে উচ্চতর প্রযুক্তি সংগ্রহ সম্ভব নয় যদি না সে দেশের বিজ্ঞানীরা তা সংগ্রহে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জন্যে বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রযুক্তির দ্বার এখন উন্মুক্ত বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সব সময় এমন সুযোগ নাও থাকতে পারে, তিনদিনের সফরে গত ৭ই জানুয়ারী ঢাকায় আসার পর ইহাই ছিল প্রফেসার সালামের প্রথম ভাষণ। ১৯৬৯ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আগমন করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার পওয়ার পর ১৯৭৯ সনে তিনি দ্বিতীয় বার ঢাকায় আসেন। তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমী তহবিল হতে বাংলাদেশকে ৯৯ হাজার ডলার বরাদ্দের কথা উল্লেখ কালে তিনি বলেন এ দেশটি তার অতি প্রিয়। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালবাসা কম দেশেই আছে। মুসলিম দেসসমূহকে বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম বিশ্ব সার্বিকভাবে বিজ্ঞান চর্চাকে উপেক্ষা করেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক এম; ও গনি ও একাডেমীর সচিব ডঃ এস, ডি, চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় নামায আদায়ঃ

অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাগরেবের নামায আদায়ের এবং জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সন্ধ্যার প্রক্কালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে আগমন করেন। মসজিদ প্রাংগণে জামাতের অগণিত লোক এই অসাধারণ ব্যক্তির সাহচর্য লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি উপস্থিত প্রায় সকলের সাথে করমর্দন করে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। বা-জামাত নামায আদায়ের পর তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলের নিকট হুজুর (আইঃ)-এর মহব্বত ভরা 'আসসালামু আলাইকুম' জনান। তিনি বাংলাদেশে আসার আগে রাবওয়ার বুজুর্গানদের সাথে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে তাদের দেওয়া 'আসসালামু আলাইকুম' জানান। তিনি পাকিস্তানে নির্যাতিত আহমদী ভাইদের জন্য দোওয়া, হুজুর (আইঃ) এর দায়ী ইলাল্লাহ তাহরিকে অংশ নেয়া এবং হুজুর (আইঃ)-এর ইউরোপ সফরে ইসলামের ব্যাপক তবলীগের জন্য মিশন-হাউস ও মসজিদ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। ইজতেমায়ী দোয়া করানোর পর তিনি মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও অন্যান্যদের থেকে বিদায় নিয়ে আঞ্জুমান ত্যাগ করেন।

প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ ঃ

একই দিন সন্ধ্যায় প্রফেসার সালাম সাহেব সিএমএলএ সচিবালয়ে প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এম, ও গনি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম সফরঃ

এই প্রথিতজসা বিজ্ঞানী চট্টগ্রামে তিন দিনের আন্তর্জাতিক গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য ৮ই জানুয়ারী সকালে বিমান যোগে চট্টগ্রাম আগমন করেন। পতেংগা বিমান-বন্দরে চট্টগ্রাম জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম গোলাম আহমদ সাহেবসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার মজহারুল ইসলামসহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমান-বন্দর থেকে তিনি সরাসরি চট্টগ্রামের চক বাজারস্থ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে আগমন করেন। এখানেও চট্টগ্রামের বহু আহমদী ভ্রাতা প্রফেসার সালাম সাহেবের সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি এখানে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে হুজুর (আইঃ) এর মহব্বত ভরা সালাম এবং পাকিস্তানে আহমদী ভাইদের উপর যুলুম-নির্যাতনের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিটকাল আঞ্জুমানে অবস্থান করেন।

গাণিতিক পদার্থবিদ্যা সম্মেলন উদ্বোধন ঃ

প্রফেসার সালাম সাহেব ৮ই জানুয়ারী সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক গানিতিক পদার্থবিদ্যা সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, দুরন্ত অভিলাষ না থাকলে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের হাতে ধরা দিবে না। দশ বছর আগেও যে কোরিয়ার মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র একশ ডলার, তা এখন দুই হাজার ডলার ছেড়ে যাচ্ছে কেবল তাহাদের প্রযুক্তিগত বিকাশে। কোরিয়া আজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জনকে জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এক্ষেত্রে নবীনদের এগিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিটি জাতির বিজ্ঞানীরা স্বদেশের স্বার্থে যেন গবেষণা পরিচালনার সুযোগ পান, সে লক্ষ্যেই তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমী গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানকে রাশি রাশি অর্থের উৎসমুখ হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, বিজ্ঞানের এ শাখাটিই আজিকার পৃথিবীতে সর্বাধুনিক সকল প্রযুক্তির ভিত। প্রফেসার সালাম সাহেব, নিজ নিজ দেশের সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আহরণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের যৌথ ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ঢাকা ত্যাগ ঃ

৯ই জানুয়ারী তিনি ভারতের আলীগড় ও আজমগড়ে অনুষ্ঠিতব্য ইসলাম ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভবিষ্যতে কিভাবে ইহা বাস্তবায়িত হবে এবং কাদের দ্বারা হবে এ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সকাল ১১টা কলিকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান বন্দরে জামাতের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য ও কর্মকর্তা বিদায় জানান। পারিবারিক অসুবিধা থাকা সত্বেও প্রফেসার এম, ও, গনি ব্যক্তিগতভাবে সকালে চট্টগ্রাম থেকে প্রফেসার সালাম আসার পর রেলষ্টেশনে এবং বিমান বন্দরে বিদায়ের প্রক্কালে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রফেসার সালাম চট্টগ্রাম থেকে রেল যোগে সফরকালে চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম জনাব কওসর আহমদ সাহেব তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং রেল ষ্টেশনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ-মদীয়ার নায়েব আমীর-১ জনাব ভিজির আলী সাহেব, ফাইনেন্স সেক্রেটারী জনাব রেজাউল করীম সাহেব এবং মোতামাদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ জনাব আবদুল হাদী সাহেব কয়েকজন খোদ্দামসহ উপস্থিত থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

প্রফেসার সালাম সাহেব ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও শ্রীলংকাতে সফর করবেন।

আল্লাহতায়ালা যেন প্রফেসার সালাম সাহেবের এই সফরকে মোবারক এবং নিরাপদ করেন সেজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র ঢাকা বিভাগীয় ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে গত ২৮শে ডিসেম্বর রোজ শনিবার বাংলাদেশ লাজনা এমা-উল্লাহ ঢাকা জোনের ১০ম বার্ষিক ইজতেমা ৪নং বকসী বাজার দারুত তবলীগে বিশেষ কামিয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ, তেজগাঁ, মীরপুর ও নারায়নগঞ্জ লাজনা এমাউল্লাহ হইতে প্রায় ৩৫০ জন লাজনা ও নাসেরাত এতে অংশ গ্রহন করেন। এ ছাড়া পাকিস্তান হতে আগত মওলানা আনিসুর রহমান মোবাল্লেগ সাহেবের বেগম সাহেবাসহ যেরে-তবলীগ এমন মেহমান এবং কুমিল্লার লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা ও কয়েকজন সদস্যা যোগদান করেন।

তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তারপর সমবেতভাবে লাজনা এমা-উল্লাহর আহাদনামা পাঠ করা হয়। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঃ আহ্‌মদীয়ার অনুমোদন ক্রমে সদর মুরুব্বী মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং ইজতে-মায়ী দোওয়া করান। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মোহতারমা প্রেসিডেন্ট সাহেবা, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ। অধিবেশনের প্রথম দিকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তালিমী বক্তৃতা হয়। বিষয়গুলি ছিল—ইসলামে পর্দা, খতমে নবুওত, সাদাকাতে মসীহ্‌ মওউদ (আঃ), দাওয়াত ইলাল্লাহ, এতায়েতে নেযাম, তরবীয়তে আওলাদ ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী। সভানেত্রীর ভাষণে মোহতারমা প্রেসিডেন্ট সাহেবা লাজনা এমাউল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) -এর গৃহীত কর্মসূচীর উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেভাবে সকলকে কাজ করিবার জন্য তাগিদ দেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২টা হইতে। তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। এ অধিবেশনে লাজনা ও নাসেরাতের সকল গ্রুপের তেলাওয়াতে কুরআন, নযম ও ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানের উপরে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লাজনা এমাউল্লাহ দুইটি গ্রুপে ভাগ হইয়া প্রতি গ্রুপে ১৫ জন করিয়া প্রতিযোগিতা করেন। তেমনিভাবে নাসেরাতও ৮ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীরা ১৫ জন করিয়া দুই গ্রুপে প্রতিযোগিতা করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়িনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সভানেত্রী মোহতারমা মিসেস মাসুদা সামাদ সাহেবা। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ভাষণ শেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাকসুদা রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌।

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।"

('আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ঢাকা বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ও চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা সমাপ্ত

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা, দোওয়া ও জিকরে এলাহীর মনোরম রূহানী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ৩রা জানুয়ারী হতে ৮ই জানুয়ারী '৮৬ পর্যন্ত ৬ দিনের তরবিয়তী ক্লাশ ও ৯, ১০ই জানুয়ারী '৮৬ইং দুই দিনের চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

আট দিনব্যাপী এই মহতী তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং খোদ্দাম ও আতফালদের উদ্দেশ্যে নছিহত মূলক ভাষণ দান করেন। এই ইজতেমা ও ক্লাশের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৭ই জানুয়ারী বাদ মাগরিব বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আব্দুস সালাম সাহেব ভাষণ দান করেন। ইজতেমার শেষ দিনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা উপলক্ষে হুজুর (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম

স্নেহাস্পদ আবুল খায়ের, বিভাগীয় কায়েদ, (ঢাকা)।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু,

আপনার ৮ই ডিসেম্বরের পত্রে ৩রা জানুয়ারী থেকে ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৬ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাশ এবং ৯ ও ১০ই জানুয়ারী বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই উভয় অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্যের জন্য আমি আল্লাহতায়ালার কাছে দোওয়া করছি। আল্লাহ অংশ গ্রহনকারী সকলকে আশিষ মণ্ডিত করুন।

এ মহতী অনুষ্ঠানের জন্য আপনি একটি পয়গাম চেয়েছেন পয়গামটি সরল সহজ। প্রত্যেকেই 'দায়ী ইলাল্লাহ' হউন। জনগণকে আহমদীয়াতের দিকে আহ্বান করুন এবং প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত পেঁছান। আপনারা উৎকৃষ্ট নমুনা এবং দোওয়ার মাধ্যমে আশে পাশের সকলের হৃদয় অন্তর জয় করুন এবং আহমদীয়াতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরুন। ইহা ব্যতিরেকে অপর কিছু আমার জন্য অধিক আনন্দ দায়ক নয়। আল্লাহ আপনাদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে অসাধারণ সাফল্য দান করুন। ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিজয় সূর্য শীঘ্র উদিত হোক।

আল্লাহ আপনাদের সকলকে তাঁর ফজলে অনুগ্রহীত করুন। ওয়াস্‌সালাম

মির্জা তাহের আহমদ
খলিফাতুল মসিহরাবে

দোওয়ার আবেদন

(১) ডাক্তার সিরাজুল ইসলাম সাহেব রেকাবী বাজার, মুন্সীগঞ্জ থেকে তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে জেস্‌মীন আক্তারের উচ্চ শিক্ষার জন্য দোওয়ার দরখাস্ত করেছেন। মেয়েটি এ বছসর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) সুন্দরবন জামাতের পোষ্ট মাষ্টার আবদুল ওয়াহেদ মল্লিক সাহেব অসুস্থ। তিনি সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট দোওয়ার আবেদন করেছেন।

আদর্শ শাদী

মোবারক, মোবারক, শোকরানা, সু-ভক্ষণে শাদী!
"ফা-সোবহানাল্লাযী আখযাল আ-আদী!" *

আল্লাহর খলিফার স্নেহের পাত্র, অতি প্রিয় মেহেরবান
'সালেহ আহমদ' লক্ষ্য তাঁহার 'এলমিয়াতের' উচ্চমান।
ধর্ম-দীপ বদরুদ্দিন পাত্রস্থ করেন তাঁর কন্যা—
কন্যা তাঁর নেক নমুনার, আহমদীয়াতে অনন্যা!
জুম্মা বা'দ এলান হল বিবাহের, খোতবাতে
মোমেনগণ শোনল যেন রাবওয়ারই আব-হাওয়াতে!
কী সুন্দর কী সুখের ভবিষ্যতের সুর ইশারা
বর্ত্তমানের অন্তরেই 'নেক নিয়তের' প্রাণ-সাড়া!
'মাহদীর তরীর' আরোহী মোরা, মোদের দোয়ায় তপ্ত হিয়া
বে-শুমার বরকতের হের, আহমদীয়াতে শাদী-বিয়া!
'ওয়াত্তাকুল্লাহ'! নির্ম্মল শান্তির আহমদীয়াতে বিয়ে-শাদী
নাই এখানে 'যৌতুক ধাঁধাঁর' 'ফতওয়া বাজী'র ফরিয়াদী।
চলছে জয়ের জীবনযাত্রী হাল ধরে ঐ ভবের হাদী
"ফা সোবহানাল্লাযী আখযাল আ-আদী"।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

---

* বিগত ২০শে ডিসেম্বর '৮৫ইং, বাদ জুময়া ঢাকাস্থ দারুততবলীগ মসজিদে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র 'ওয়াকেফে-জিন্দেগী' মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেবের শুভ-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের খোৎবা এরশাদ করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। উক্ত বিবাহ উপলক্ষ করে কবিতাটি লিখেছেন প্রবীণ আহমদী মোহতারম চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেব। কেবল দোওয়ার উদ্দেশ্যে কবিতাটি প্রকাশিত হলো।
—(সঃ আহমদী)

একটি তৌহীদ-ভীত্তিক প্রতিবাদ

বিগত ২০শে ডিসেম্বর সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) নিখিল বিশ্ব জামাত আহমদীয়ার উদ্দেশ্যে লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে জুম্মার খোৎবায় এক অসাধারণ ঐতিহাসিক 'তাহরীক' করেন। তদনুযায়ী সারা বিশ্বে জামাতে আহমদীয়া বিগত ২৬শে ডিসেম্বর রোজা, ইবাদত ও দোওয়ার মাধ্যমে তৌহীদ ভীত্তিক এক অভিনব প্রতিবাদ-দিবস পালন করেন। হুজুর উল্লেখিত জুম্মার খোৎবায় বলেন ঃ

"পরিশেষে আমি একটি 'তাহরীক' করিতে চাই। আপনারা জানেন যে, 'কেন্দ্রীয় সালানা জলসা'-এর দিনগুলি (২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর—অনুবাদক) ঘনাইয়া আসিতেছে এবং আপনারা ইহাও জানেন যে, এরূপ দুশমন, যে দুনিয়াতে 'রাব্বে আ'আলা' (সর্বোচ্চ রাব্ব্) হওয়ার কার্যতঃ দাবী করিতেছে, এরূপ দুশমন, যে ফাসাদ ও দাঙ্গার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে 'অহংকার ও সীমালংঘনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে—সেই দুশমন জামাত আহ্মদীয়ার প্রতিটি নেক উদ্যোগ ও কল্যাণজনক কর্মকাণ্ডের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—অন্যকথায়, আমরা যেন নাউযুবিল্লাহ্ তারই (উক্ত দুশমনের) বান্দা এবং আমাদের জীবন-মরণ তারই হাতে। এই অহংকার ও সীমালংঘনেরই ফলশ্রুতিতে বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও (রাবওয়া—পাকিস্তানে) ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিতব্য 'সালানা জলসা' অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অতএব, আমার অন্তরে এই খেয়ালের উদয় হইল যে, আমরা ঐ দিনটিতে প্রতিবাদ-দিবস উদযাপন করিয়া সারা বিশ্বের সকল আহ্মদী প্রতিবাদ করি। কিন্তু প্রতিবাদের একটি শব্দও 'গায়ের আল্লাহ্'-র সামনে উচ্চারণ করিবেন না। সেদিন রোজা রাখা হউক; সেদিন ইবাদত করা হউক—দিনের বেলায়ও ইবাদত করা হউক এবং রাত্রিকালেও ইবাদত করা হউক। এবং যাবতীয় প্রতিবাদ একমাত্র 'রাব্বে আ'লা' খোদাতায়ালার হুজুরে পেশ করা হউক—রুকুতেও প্রতিবাদ পেশ করা হউক ও সেজদাতেও করা হউক এবং বলা হউক ঃ

'হে আমাদের রাব্ব্! আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তো সকল আজমাত ও মাহাত্ম্য একমাত্র তোমারই এবং তুমি ব্যতীত 'গায়ের আল্লাহ্'-এর মধ্যে আমরা যাবতীয় আজমত অস্বীকার করি। দুনিয়ার মাহাত্ম্যের আমরা এক কড়িপরিমাণও পরোয়া করি না এবং আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী একমাত্র তুমিই 'আ'লা'—তুমিই সর্বমহান এবং প্রতিটি 'গায়ের' (তুমি ভিন্ন অন্য কেহ) যে 'আ'লা' হওয়ার দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী ও অসার এবং সে অনিবার্যভাবে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হইবে। অতএব, তোমার হুজুরে আমরা এই পার্থিব মাহাত্ম্যের দাবীদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি। কেননা, আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তো তুমি ব্যতীত কেহই পরাক্রম ও মহত্বের অধিকারী নয়।'

অতএব এই রুহ ও চেতনার সহিত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করুন এবং সারা বিশ্বে আহ্মদীগণ 'রহমান খোদার প্রশংসাকারী' হিসাবে খোদাতায়ালার হুজুরে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থাপন করুন।" (সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২০শে ডিসেম্বর, '৮৫ইং)।

উল্লেখ্য যে, উক্ত 'তাহরীক' সম্বন্ধে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর দিনগত রাতে লণ্ডন হতে সংবাদ পেয়ে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও ময়মনসিংহের জামাতগুলিকে সে সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং তদনুযায়ী উক্ত দিবসটি রোজা, ইবাদত ও দোওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশও পালিত হয়।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

১৯৮৫ইং সালটি জামাত আহমদীয়ার অপূর্ব সাফল্যের প্রতীক সাল

৬ই ডিসেম্বর '৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদ-ফজলে অনুষ্ঠিত 'মজলিসে-ইরফানে' সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেদমতে প্রশ্ন করা হয় যে, ১৯৮৫ইং সালটি 'জামাতে আহমদীয়ার সাল' হিসাবে কিরূপে সাব্যস্ত হতে পারে? এর উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলেন :

যুগোশ্লাভিয়াতে আহমদীয়াতের প্রসার ঃ

"যদিও বিভিন্ন জুময়ার খোৎবায় আমি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহরাজি ও পুরস্কারসমূহের উল্লেখ করেছি যেগুলি দ্বারা এ বছর তিনি আমাদের ভূষিত করেছেন কিন্তু এমনও অনেকগুলি ঘটনা পর্যায়ক্রমে নিরবচ্ছিন্নধারায় ঘটে চলেছে যেগুলি উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ এ ঘটনাবলী আহমদীয়াতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ক্ষেত্রে বুনিয়াদী মর্যাদা বহণ করে এবং এগুলিতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন দখল নাই। কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালার হাতই এসব ঘটনার পেছনে কাজ করেছে। যুগোশ্লাভিয়া এমন একটি দেশ, যে দেশটিতে তবলীগের উদ্দেশ্যে আমরা বেশ কিছুকাল থেকে উৎসুক ছিলাম। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় একজন যুবককে ভাষা শিখার জন্য যুগোশ্লাভিয়া পাঠানো হয়েছিল। কোন কারণে ভুল বশতঃ সে যুগোশ্লাভিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা শিখার পরিবর্তে 'আলবেনিয়ান' ভাষা শিখতে আরম্ভ করে দেয়, যা যুগোশ্লাভিয়ার একটি সীমিত শ্রেণীর ভাষা। যখন সে তার ভুল বুঝতে পারলো তখন আর এর প্রতিকার সম্ভব ছিল না। মোট কথা, যুগোশ্লাভিয়ান ভাষাবিদের তীব্র আবশ্যকতা জামাতে অনুভব করা হচ্ছিল এবং এর কোন সমাধান আমাদের কাছে ছিল না। প্রায় একমাস পূর্বে একজন সুদক্ষ যুগোস্লাভিয়ান ভাষাবিদের একখানা পত্র পেলাম, যা পাকিস্তান হয়ে আমার নিকট পৌঁছালো। তাতে তিনি লিখেছেন যে, "আমি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর 'মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ' (Jesus in India) গ্রন্থটির যুগোশ্লাভিয়ান ভাষায় তরজমা সম্পন্ন করে উহা ছাপাবার জন্য পাব্লিশারের সহিত আলাপ করেছি। আপনার অনুমতির প্রয়োজন।" তিনি এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সে গ্রন্থটি দ্বারা এতই প্রভাবান্বিত ও অভিভূত হয়েছেন যে, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সকল গ্রন্থেরই তরজমা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। জামাতকে এর জন্য কোন খরচ করতে হবে না। আমার পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর সেই স্কলারের স্ত্রী তাঁর স্বামীর অসুস্থতার কারণে আমাকে শুকরিয়ার পত্র লিখেছেন এবং নিজের পক্ষ

থেকেও কোন কোন বিষয় অভিব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর ধারণায় উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের জওয়াব কোন যু গাস্লোভিয়ান স্কলার দিতে পারবেন না এবং সেখানকার খৃষ্টানদের মধ্যে—যারা কিনা কমিউনিষ্ট দেশে থাকার কারণে প্রতিটি কথার যুক্তিযুক্ত—বৈধতা তালাশ করে থাকেন—তাদের মধ্যে এক বিপ্লবের উদ্ভব ঘটবে। কেননা তাঁর ধারনা অনুযায়ী আহমদীয়াত ইসলামের এমন একটি ফের্কা বা জামাত, যা ধর্মীয় বিষয়াবলীর সত্যতা বাস্তব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করে থাকে।

পোল্যাণ্ডে আহ্‌মদীয়াতের প্রসার ঃ

হুজুর বলেন, অনুরূপ আর একটি ঘটনা পোল্যাণ্ডে সংঘটিত হয়। আমি একজন আহ্‌মদীকে, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সেখানে ছিলেন এবং পুরানো সম্পর্কাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে আমি এই আশায় পাঠালাম যে, হয়তো কোন পুরানো পরিচয় বেরিয়ে আসবে এবং পোল্যাণ্ডে ইসলামের তবলীগের পথ খুলে যাবে। অতএব সেখানে যাওয়ার পর সেখানকার কয়েক-জন তাতারী মুসলমানের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন তাতারী মহিলা লিডার উক্ত আহ্‌মদী ভ্রাতাকে তাঁর স্বামীর সহিত বন্ধুত্বের কারণে সহজেই চিনে ফেলেন এবং তাঁর পরিচিত সকল মহলে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। কয়েকজন যুবক অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয় এবং তাদের মাধ্যমে ইতিহাসের একজন প্রফেসার খোদাতায়ালার ফজলে আহ্‌মদীয়াত কবুল করেন। তিনি (প্রফেসার) "আমাকে পত্র লিখেন যে, আহ্‌মদীয়াতের সমগ্র লিটারেচার আমার নিকট পাঠানো হোক, যাতে সেখানে আমি সেগুলি অনুবাদ করে প্রকাশনার কাজে আত্মোনিয়োগ করতে পারি।"

লেনিনগ্রাড এবং চীনে 'ইলাহী-তায়ীদ' ঃ

লেনিন গ্রাডের একজন ইতিহাসের প্রফেসার কোনখান থেকে আহমদীয়াতের পুস্তকাদি পেয়ে গেলেন। সেগুলি পাঠ করার পর তিনি লিখেছেন যে, "আমি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর যাবতীয় দাবীকে সত্য বলে স্বীকার করি। যদিও তিনি এখনও অনুবাদ করেন নাই কিন্তু সেখানে পুস্তকাবলী অনুবাদ করার এবং সেগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন।

তেমনিভাবে চীনেও একজন মহিলা ইসলাম ও আহমদীয়াতে উৎসাহ নিতে আরম্ভ করেছেন। ১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে একটি চীনা টীমের সহিত একজন মহিলাও পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং তাঁর সহিত আমার তিন ঘণ্টা স্থায়ী ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি বিদায়কালে একজন আহ্‌মদী ভ্রাতাকে, যাঁর শুধু কন্যা-সন্তানই ছিল এবং তাঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন এবং দৃশ্যত: অতুর ভবিষ্যতে তাদের কোন সন্তান লাভের আশা ছিলনা—তাঁকে (আহমদীকে) চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যে, "খোদার অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে, তাহলে তোমাদের

খলিফাকে বল যে, অসুস্থতা সত্বেও তোমার স্ত্রীকে খোদা পুত্র সন্তান দান করার জন্য তিনি যেন দোওয়া করেন। তারপর (যদি পুত্র সন্তান হয়) আমি বিশ্বাস করে নিব যে, এমন কোন অস্তিত্ব মওজুদ আছেন।" যখন এ কথা আমি জানতে পারলাম তখন বড়ই দরদে-দেলের সহিত তাঁর জন্য দোওয়া করলাম এবং তখনই আমি দোওয়া কবুল হওয়ার অনুভূতিও লাভ করলাম। আমি সে আহমদীকে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করার জন্য চিঠি লিখলাম। ঐ ঘটনার ঠিক নয় মাস পরেই আল্লাহতায়ালা সে ব্যক্তিকে পুত্র-সন্তান দান করলেন। যখন সেই (চীনা) মহিলাকে উক্ত ঘটনা জানানো হলো, তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আহমদীয়া লিটারেচার পাঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবৃত্ত হলেন।

আফ্রিকার একটি দেশে আহমদীয়াত গ্রহণ ঃ

হুজুর বলেন, আফ্রিকার এমন একটি দেশ যে দেশটির নামও আমি কখনও শুনি নাই, সেখান থেকে আজই একখানা পত্র পেলাম। পত্রটিতে জনৈক ব্যক্তি লিখেছেন যে জামাত আহমদীয়ার লিটারেচার বহু কাল যাবৎ পাঠ করার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছেন যে, আহমদীয়াতই ইসলামের সত্য ফের্কা বা জামাত। সেজন্য তিনি কেবল বয়েতই করতে চান না, বরং সেখানে তিনি আহমদীয়াত তথা ইসলামের মোবাল্লিগ হয়ে কাজও করতে চান।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হলো এমন বহু সংখ্যক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি, যেগুলি বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হচ্ছে এবং এরূপ অলৌকিক ভাবে হচ্ছে যে, এগুলির উপর আমাদের কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নাই। যে কাজ আমাদের ক্ষমতাবহির্ভূত হয়ে থাকে, আল্লাহতায়ালা নিজেই গায়েব থেকে তা সমাধানের ব্যবস্থা করে দেন এবং এ সকল মো'জেযার পশ্চাতে এমন ধরণের অবস্থাবলীই থাকে, যা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী নয়।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২৩শে ডিসেম্বর হতে অনূদিত)

অনুবাদ ও সংকলন : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar